আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র

সুন্নীবার্তা

৪৯

SUNNI BARTA

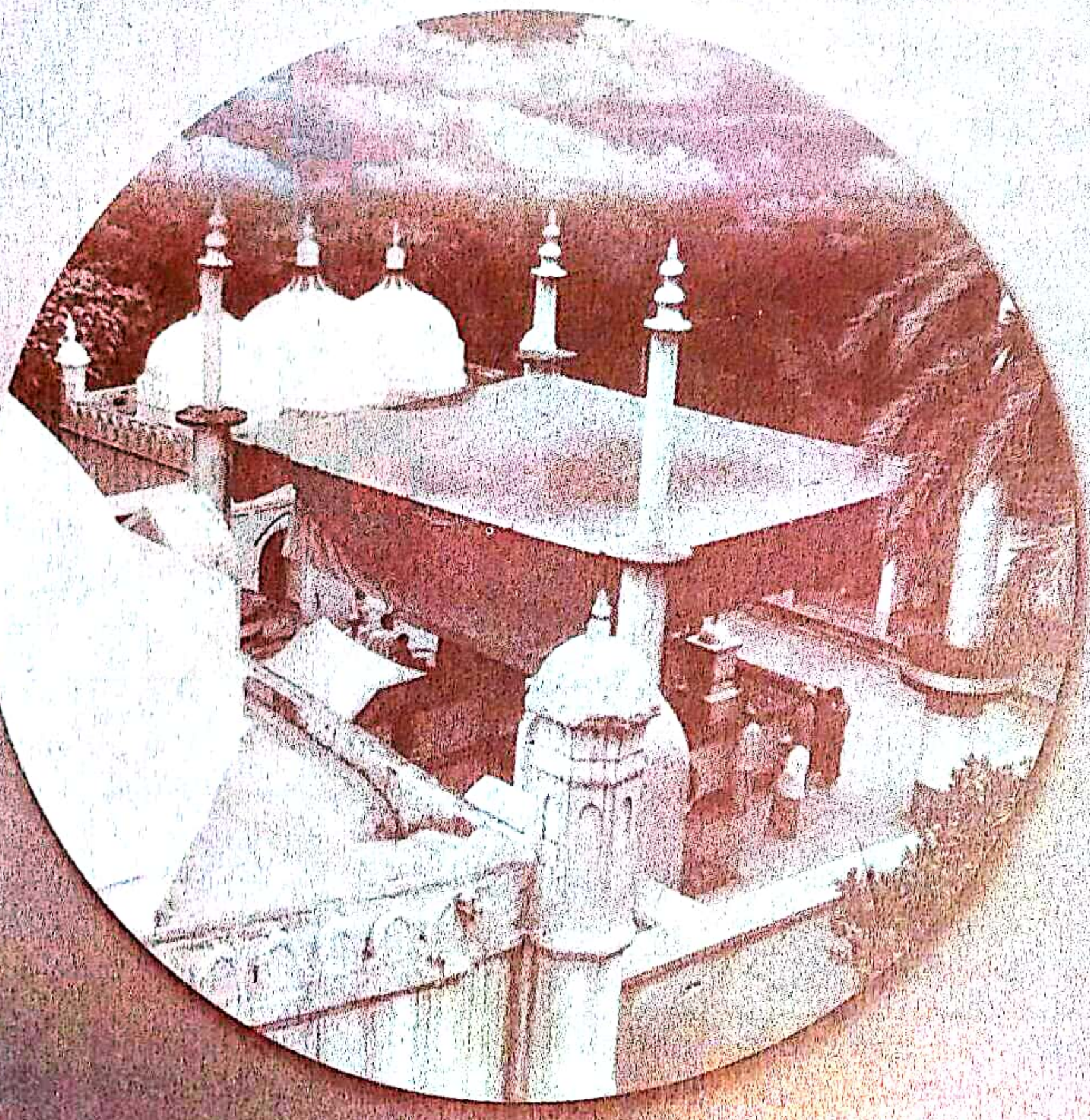

হযরত শাহ্‌জালাল (রহঃ)-এর মাজার শরীফ, সিলেট

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

AHL-E-SUNNAT WAL JAMAAT

সুন্নী বার্তা
SUNNI BARTA

প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ঃ **অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল** (এম এম -এম এ- বিসিএস)
মহাসচিব, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা ঃ ১/১২, তাজমহল রোড (২য় তলা) মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোনঃ ৯১১১৬০৭, মোবাইল ঃ ০১৭১-৪৬৯২০৩

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ **অধ্যাপক এম. এ. হাই, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ, আবদুর রাজ্জাক** এস. পি. (অবঃ), পীরে তরিকত মানযুর আহমেদ রেফায়ী,পীরে তরিকত শাহ্‌জাদা ডঃ আহমদ পেয়ারা, পীরে তরীকত হাফেজ মাওলানা আবদুল হামিদ আলকাদেরী, পীরে তরীকত ডাঃ মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম।

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা বাকী বিল্লাহ, মাওলানা সেকান্দর হোসাইন, মুহাম্মদ জামাল মিয়া, মুহাম্মদ আবদুল মতিন, মুহাম্মদ হাশেম, মাওলানা মোবারক, নূরে আলম, আবুল হোসেন, শাকের আহমদ, মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান জেহাদী।

সম্পাদক ঃ **মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদ হোসাইন- আল কাদেরী**
সাংগঠনিক সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

নির্বাহী সম্পাদক ঃ **মাওলানা আবুল খায়ের হাবীবুল্লাহ**
অর্থ সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

যুগ্ম সম্পাদক ঃ **মোহাম্মদ ইকবাল**
যুগ্ম প্রকাশনা সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন ম্যানেজার ঃ **মোহাম্মদ আবুল খায়ের**
যুগ্ম সমাজ কল্যাণ সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

প্রকাশনায় ঃ **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত**

প্রচার ও স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন

বুলেটিন নম্বর- ৪৯ ঃ সংখ্যা
সৌজন্য হাদিয়া ঃ দশ টাকা মাত্র। US $ 2

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সূচীপত্র

১। সম্পাদকীয় ২

২। হাদিসের আলোকে ৭২ ফের্কা ৩

৩। কাদিয়ানী ষড়যন্ত্রের জবাবে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) ৪

৪। দেওবন্দী মুরব্বীদের দৃষ্টিতে সম্বোধন সূচক দরূদ ও ছালাম এবং বর্তমান ওহাবী ৭

৬। জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ)- এর দলীল ১২

৯। আমিয়াপুর মহিলা মাদ্রাসা হতে জুলুছ ১৪

৭। আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠের ফতোয়া ১৫

৮। প্রশ্ন ও উত্তর (আকায়েদ ও আমল) ১৮

৫। ঘরে লাগিল আগুন ঘরের চেরাগে (ইলমে গায়েব ও হাযির নাযির) ২৮

সুন্নী বার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

১। দেশী এজেন্সী নুন্যতম ২০ কপি- ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ।

২। বিদেশী এজেন্সী নূন্যতম ১৫ কপি- ৩০% কমিশন। মানি অর্ডার ডাকযোগে অথবা ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন।

৩। দেশী গ্রাহক সংখ্যা রেজেষ্ট্রি ডাকযোগে বার্ষিক ১৭০/- টাকা এবং বিদেশী গ্রাহক বার্ষিক US ডলার ২৪.০০ মাত্র। ষান্মাসিক যথাক্রমে ৮৫/- টাকা ও US ডলার ১২.০০ মাত্র।

৪। গ্রাহক সাধারণ ডাক বার্ষিক ১৩০/- টাকা, ষান্মাসিক ৭০/- টাকা।

৫। গ্রাহকগণকে অগ্রীম টাকা পাঠাতে হবে।

৬। নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জিলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

ব্যাংক একাউন্ট (বিদেশীদের বেলায়)	টাকা পাঠানোর ঠিকানা
হাফেজ মোঃ আবদুল জলিল হিসাব নং সঞ্চয়ী-২৫৯৩ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তাজমহল রোড শাখা মোহাম্মদপুর,-ঢাকা-১২০৭।	অধ্যক্ষ হাফেজ মোঃ আবদুল জলিল ১/১২, তাজমহল রোড, (২য় তলা) মোহাম্মদ পুর ঢাকা-১২০৭

সম্পাদকীয়

মদ আমদানী প্রসঙ্গ

২০০৩ সালের সবচেয়ে বেশী আলোচিত বিষয় হচ্ছে ইরাক দখল ও মদ আমদানী প্রসঙ্গ। ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন হয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা গায়ের জোরে দখল করে নিয়েছে ইরাক এবং মদদ দিয়েছে পার্শ্ববর্তী মিরজাফর এজিদী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হলো মদ আমদানীর ট্যাক্স হ্রাস করন। এটি হচ্ছে বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে। গত বৎসর ২০০২ সালে যমুনা গ্রুপকে মদ তৈরীর লাইসেন্স দিয়ে সরকার বিপদে পড়েছিল। প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার নির্দেশে অবশেষে তা বাতিল করা হয়। ২০০৩ সালের বাজেটে মদ তৈরী বাদ দিয়ে মদ আমদানীর কর হ্রাস করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান এবং কর হ্রাস করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী মীর নাসির উদ্দীন। এই খসড়া বাজেট মন্ত্রী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়ে জাতীয় সংসদে উথাপিত হয়। মন্ত্রী পরিষদের মিটিং-এ জামায়াতে ইসলামীর দুইজন মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী ও মুজাহিদী সাহেবদ্বয়ও উপস্থিত ছিলেন এবং বাজেট অনুমোদনে স্বাক্ষর করেছেন। এই বাজেট পেশ করার সাথে সাথে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। সর্বস্তরের লোক আমদানী কৃত মদের উপর থেকে কর হ্রাস করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ফেঁটে পড়ে। জনগনের চাপের মুখে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান ও মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী অতঃপর কর হ্রাস করার প্রস্তাব প্রত্যাহার করার আশ্বাস দেন এবং হোটেলে বিদেশী অমুসলিম, পর্যটকদের জন্য মদ আমদানীর উপর পূর্ব নির্ধারিত কর বহাল করার প্রতিশ্রুতি দেন। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার হস্তক্ষেপে উক্ত প্রস্তাব বাতিল করা হয়। এই তিন দিনে সরকারের যা ক্ষতি হয়েছে আগামী তিন বছরেও তা পূরন করা যাবেনা।

আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম বিসমিল্লাহ ও ইসলামী মূল্যবোধের সরকার এবং ইসলাম নামধারী শরিক দলগুলো মদ তৈরী ও আমদানীর ব্যাপারে ইসলাম সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কেননা, ইসলাম চরিত্র ধ্বংসকারী এই মদকে অকাট্য দলীলের দ্বারা হারাম করেছে। নবী করিম (দঃ) আরব দেশ থেকে চিরতরে মদকে নির্মূল করেছিলেন। মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী একটি কথিত ইসলামী দলের প্রধান হয়ে কি করে মদ আমদানী করার পক্ষে মতামত দিয়ে শুধূ কর বাড়ানোর প্রস্তাব করতে পারলেন? ইহা কি ইসলামে বৈধ? নবী করিম (দঃ) কি মদ আমদানীর অনুমতি দিয়েছিলেন? অন্ততঃ তাঁরা যদি এ ব্যাপারে চুপ থাকতেন তাহলে উত্তম হতো এবং বলতে পারতেন-আমরা মদ আমদানীর ব্যাপারে রাজী ছিলাম না। কিন্তু তা না করে তিনি অর্থ মন্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গেলেন। তাঁর দলের লোকেরাই বলছে-এটা ঠিক হয়নি। এদেশের লোকেরা আর কার উপর বিশ্বাস করবে? যারা ইসলামের জন্য বাইরেতে মায়াকান্না করে; ভিতরে গেলে তারাই চুপসে যায়। তাই জনগনের জিজ্ঞাসা- ইসলাম বড়- নাকি গদি বড়?

হাদীসের আলোকে বাহাত্তর ফেরকা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَ تَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَفِىْ رِوَايَةِ اَحْمَدَ وَ اَبِىْ دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ثِنْتَانِ وَ سَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ

(مِشْكٰوةُ كِتَابُ الْاِيْمَانِ فِى الْاِعْتِصَامِ)

অর্থঃ "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- বনী ইসরাঈলগণ ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফের্কায়। ১টি ফের্কা ব্যতিত সবাই জাহান্নামে অবস্থান করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন- নাজাতপ্রাপ্ত ঐ ১টি ফের্কা কারা? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- আমি ও আমার সাহাবাগণের পথ ও মতের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে- তারা। (তিরমিজি)।

ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ-এর বর্ণনায় শাব্দিক সামান্য পরিবর্তন হয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হয়েছে- "৭২ ফের্কা হবে জাহান্নামী এবং ১টি হবে জান্নাতী এবং এই একটিই হবে মূল জামাআত। (মিশকাত বাবুল ইতিছাম)।

ব্যাখ্যা ঃ (১) উম্মতে মোহাম্মদী ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং এই বিভক্তি হবে আক্বিদাভিত্তিক- একথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই অবগত ছিলেন। এটি তাঁর খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়ব-এর বড় ও বাস্তব প্রমাণ।

(২) মূল ফের্কা হবে ৭৩; কিন্তু উপদল হবে অনেক।

(৩) যে একটি দল নাজাত প্রাপ্ত হয়ে জান্নাত লাভ করবে- তার নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত- অর্থাৎ নবীজীর আদর্শের মূল অনুসারীদল।

(৪) ৭২ টি দল জাহান্নামে অবস্থান করবে। তাদের বেলায় নবীজীর শাফাআত নেই। শাফাআত প্রাপ্ত হবে কবিরাগুনাহকারী বিশুদ্ধ আক্বিদাপন্থীরা। ৭২ ফের্কার মুক্তির বিষয়টি আল্লাহর এখতেয়ারাধীন- কিন্তু গুনাহগারদের বেলায় নবীজীর শাফাআতের গ্যারান্টি আছে। (দেখুন মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানীর আরবী অনুবাদ মুন্তাখাবাত- ইস্তাম্বুল)।

(৫) অত্র হাদীসের মধ্যে مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ শব্দ দ্বারা 'সুন্নাত' এবং وَهِىَ الْجَمَاعَةُ শব্দ দ্বারা 'জামাআত' প্রতিপন্ন হয়েছে। সুন্নাত ও জামাআত অনুসরণকারীকে বলা হয় "আহলুছ সুন্নাত ওয়াল জামাআত"। (মিরকাত)।

(৬) বর্তমানে নূতন নূতন উদভাবিত জামাত ও দল সমূহ মূল ৭২ ফের্কারই উপদল।

(৭) নজদের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী হলো ৭২ ফের্কার অন্যতম খারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত লোক(ফতুয়া শামী)। তার অনুসারীদেরকে নবীজী বলেছেন- قَرْنُ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ- শয়তানের দল (মিশকাত টিকা)।

(৮) নজদের খারেজী ওহাবী মতবাদ পাকভারত উপমহাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে- ইসমাইল দেহলভী ও তার পীর সাহেব, দেওবন্দ, মউদুদীবাদ ও তাবলীগীবাদের মাধ্যমে।

(৯) এই দল ও উপদল হতে বেঁচে থাকা প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব।

সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

কাদিয়ানী ষড়যন্ত্রের জবাবে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)

–মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্তর্জাতিক খৃষ্টচক্রের সুগভীর চক্রান্তের অংশ বিশেষ। কুরআন, সুন্নাহ, এজমা ও কিয়াসের সমষ্টি ইসলামী শরীয়তের দলীল চতুষ্টয়ের আলোকে খতমে নবুয়ত-তথা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়া ইসলামের দাবী এবং মুমিনের পরিচায়ক। এ দাবীর বিরোধীতা ও অস্বীকার করা কুফরীর নামান্তর। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুয়ত দাবী করাতো দুরের কথা- এমনকি- নবুয়তের আশা বা ধারণা পোষণ করাটাও কুফরী। যুগে যুগে সত্যপন্থী ওলামায়ে কেরাম খত্মে নবুয়তের মর্যাদা সংরক্ষণ করেছেন। পক্ষান্তরে খত্মে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের মুলোৎপাটনে ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা ভ্রান্তবাদীদের স্বরূপ উম্মোচন ও সর্বাত্মক প্রতিরোধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন। যুগে যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় কাদিয়ানী মতবাদ বর্তমান বিশ্বে নতুন সংযোজন। ইসলামী বিশ্বের জন্য কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও মির্যায়ীরা মরণতুল্য ও ধ্বংসাত্মক। এদের ইমান বিধ্বংসী অপতৎপরতা ও বহুমুখী ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষাকল্পে যুগে যুগে যেসব মহা মনীষিরা অসামান্য অবদান রেখেছেন, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি- যিনি ১৩২৪ হিজরী মোতাবিক ১৯০৫, খৃষ্টাব্দে হারামাঈন শরীফাইনের অন্ততঃ ৩৫ জনাধিক বিখ্যাত ওলামা, মাশায়েখ ও মুফ্তিগণের নিকট থেকে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে লিখিত ঐতিহাসিক ফতোয়ার স্ব-পক্ষে লিখিত মূল্যবান অভিমত সংগ্রহ করেছেন। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান শান, মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে কটুক্তি ও সমালোচনাকারী ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি ও মন্তব্যের আলোকে ইসলাম নামধারী এক শ্রেণীর ভ্রান্তবাদীরা ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে কুফরীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে মর্মে আলা হযরত যে ফতোয়া প্রনয়ন করেছেন- তা আরব- অনারবসহ ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র আজ সমাদৃত। বিশ্বের খ্যাতিমান বিজ্ঞ ওলামা কর্তৃক এই ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। ওলামায়ে হারামাঈনের উক্ত ফতোয়া কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফের ঘোষনায় সুদৃঢ়ভিত্তি ও অভ্রান্ত দলীল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

কাদিয়ানী ও মির্যায়ীদের ভ্রান্তি উম্মোচন ও কুফরী প্রমাণে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) আরো কয়েকটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। "জাযাউল্লাহি আদুয়াহ বিআবায়িহি খাতমিন নবুওয়্যাহ" গ্রন্থটি ১৩১৭ হিজরীতে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে খত্মে নবুয়ত সংরক্ষণ ও অস্বীকারকারীদের কুফরী ১২০ টি বিশুদ্ধ হাদিস ও শীর্ষস্থানীয় ইমামগণের ২০ অভিমত ও ব্যাখ্যার আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে।

২। "আলমুবীন খাতমুন নবীয়্যিন" এই গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেন যে, সূরা আহযাবের আয়াতাংশে, খাতামুন্নাবীয়ীন, শব্দে আলিফ লাম বর্ণটি ইস্তিগরাক তথা সার্বিক অর্থে ব্যবহৃত- অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব নবীগনের মধ্যে সর্বশেষ নবী। যে ব্যক্তি আয়াতে বর্ণিত আলিফ লাম বর্ণটি ইস্তিগরাক অর্থে ব্যবহার করাকে অস্বীকার করল- তারা মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। যে বিষয়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে- সে বিষয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তথা নির্দিষ্টতার প্রয়োজন হয়না। গ্রন্থটি ১৩২৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৩। "কাহহারুদ্দায়্যান আলা মুরতাদি বক্বাদিয়ান" গ্রন্থে ভণ্ড প্রতারক মীর্যা কাদিয়ানীর শয়তানী দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। উপরন্তু সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ও সর্বশেষ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ১৩২৩ হিজরীতে রচিত হয়।

৪। "আসসুউল ইক্বাব আলাল মসীহিল কাজ্জাব"। ১৩২০ হিজরীতে ভারতের অমৃতঃস্বর থেকে একটি প্রশ্ন এসেছিল যে, কোন মুসলমান যদি মীর্যায়ী হয়ে যায়- তার স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে বহাল থাকবে কিনা? তদুত্তরে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) উক্ত পুস্তক রচনা করেন। এতে মীর্যা কাদিয়ানীর কুফরী প্রসঙ্গে দশটি কারণ উল্লেখ করা হয়। উল্লেখিত কারণ সমূহের আলোকে অসংখ্যা ফতোয়ার উদ্ধৃতি পেশ করা হয়। ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী

বলেন- ওরা দ্বীন ইসলামের বহির্ভূত, ওদের ব্যাপারে বিধান ধর্মত্যাগীর বিধানের পর্যায়ভুক্ত। স্বামী কুফরী করা মাত্রই স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে বেরিয়ে যাবে।

৫। "আল জরাদুদ দায়্যানী আলাল মুরতাদিল কাদিয়ানী" পুস্তকটি কাদিয়ানীর কুফরী মতবাদ সম্পর্কিত তাঁর সর্বশেষ রচনা- যেটা ১৩৪০ হিজরীতে ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে রচনা করেছিলেন। আলা হযরত বেরলভীর ছাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেযা খান (রহঃ) আস্‌সারিমুর রব্বানী আলা ইসরাফিল কাদিয়ানী রচনা করেন। এতে হযরত ঈসা (আঃ) এর জীবনের বিস্তারিত দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং মির্যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ সদৃশ হওয়ার দাবীকে কঠোরভাবে খন্ডন করা হয়েছে। এই পুস্তকটি ভারতের সাহারানপুর থেকে প্রেরিত প্রশ্নের উত্তরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহঃ) উক্ত পুস্তক নিরীক্ষণে নিম্নোক্ত মত ব্যক্ত করেন- "আলহামদুলিল্লাহ, এই সাহারানপুর শহরে মির্যায়ী ফিৎনার আগমন ঘটেনি। মহান আল্লাহ শক্তিশালী। কখনো তিনি এই ফিৎনা আনবেন না। ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহঃ) বলেন- কাদিয়ানীরা মুরতাদ মুনাফিক। ধর্মত্যাগী মুনাফিক সেই ব্যক্তি, যে-

১। কলেমা পাঠকারী এবং নিজকে মুসলমান বলেও দাবীদার- অথচ আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কোন নবী সম্পর্কে মানহানিকর উক্তি করে।

২। দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়াদির কোন একটি অস্বীকারকারী।

৩। কাদিয়ানীর পিছনে নামায বাতিলরূপে গণ্য।

৪। কাদিয়ানীদেরকে যাকাত দান করা হারাম। যদি দেওয়া হয়- আদায় হবেনা।

৫। কাদিয়ানীরা মুরতাদ। তাদের জবেহকৃত পশু মৃত ও নাপাক এবং অকাট্যরূপে হারাম।

৬। মুসলমান কর্তৃক বয়কটের কারণে কাদিয়ানীদেরকে মযলুম ধারণা কারী, তাদের সাথে লেনদেন ও সম্পর্কচ্ছেদ করাকে জুলুম ও অন্যায় ধারণাকারীরা ইসলাম বহির্ভূত।

১৩৩৬ হিজরীতে আলা হযরতের খেদমতে একটি ফতোয়া এই মর্মে তলব করা হয় যে- এক ব্যক্তি কোন মীর্যায়ীর সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দিল- অথচ তার জানা আছে যে, ওলামায়ে ইসলামের সর্বসম্মত ফতোয়া মতে মীর্যায়ীরা কাফির ও ধর্মদ্রোহী। সেই প্রশ্নের উত্তরে আলা হযরত লিখেছেন।

"যদি প্রমাণিত হয় যে, কন্যার পিতা মির্যায়ীকে মুসলমান মনে করে বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন করল তাহলে স্বয়ং কাফির ও ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। হারামাঈন শরীফাইনের ওলামারা সর্বসম্মতভাবে বলেন- "মান শাক্কা ফী আযাবিহি ওয়া কুফরিহি ফাক্বাদ কাফারা"। অর্থাৎ যিনি তার শাস্তি ও কুফরী সম্বন্ধে সন্দেহ করল- সেও কাফির হয়ে গেল।

ঃ কাদিয়ানী রোগাক্রান্ত হলে সেবাযত্নে যাওয়া হারাম।
ঃ মারা গেলে তার জানাযায় গমন করা হারাম।
ঃ মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হারাম।
ঃ তার কবরের নিকট গমন করা হারাম।

১৩৩৯ হিজরীতে ডেরাগাজীখান থেকে আবদুল গফুর ছাহেব কর্তৃক প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে- "কাদিয়ানী মতাবলম্বীরা দাবী করে- ইবনে মাযাহ শরীফের হাদিস অনুযায়ী প্রতি শতাব্দীর পর অবশ্যই মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) আগমন করবেন। তার দাবী হলো- মির্যা যুগের মুজাদ্দিদ"। তদুত্তরে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহঃ) বলেন- মুজাদ্দিদ যিনি হবেন তিনি অবশ্যই মুসলমান হবেন। কাদিয়ানী কাফির ও মুরতাদ। এমনকি-ওলামায়ে হারামাঈন শরীফাঈনের সর্বসম্মত মতানুসারে তাঁকে কাফির হওয়া প্রসঙ্গে যারা সন্দেহকারী- তারাও কাফির।

ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহঃ) ১৩২০ হিজরীতে মাওলানা শাহ্ ফযলে রসুল বদায়ুনী (রহঃ) কর্তৃক লিখিত "কিতাব আল মুতাকাদ আল মুনতাকাদ" এর উপর টিকা-টিপ্পনী লিখেন। এতে তিনি নব উদ্ভাবিত ভ্রান্তদল-উপদলের ভ্রান্তি উল্লেখ করেন। তদসঙ্গে মির্যা কাদিয়ানীর অসংখ্য কুফরীর উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "এছাড়া তার আরো অসংখ্য লানতযোগ্য কুফরী আক্বিদা রয়েছে । আল্লাহ্ তায়ালা, মুসলমানদেরকে কাদিয়ানীসহ সকল দাজ্জালদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুন"।

ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের ভূমিকা

খত্‌মে নবুয়তের সু-মহান মর্যাদায় কুঠারাঘাতকারী কাদিয়ানী ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধে ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের ইতিহাস ছিলো গৌরবোজ্জল। ১৯৫৩ সনে পাকিস্তানে পরিচালিত খত্‌মে নবুয়ত আন্দোলনে খলিফায়ে আলা হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব কাদেরী নেতৃত্ব দেন। তিনি কর্মপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে আপোষহীন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে বার্ধক্য অবস্থায়ও তাঁকে দুবৎসর কারাগারে বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফের ঘোষণা ও খত্‌মে নবুয়ত আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত

নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন আরো তীব্রতর হয়ে উঠে।

আল্লামা আবুল হাসানাতের সুযোগ্য পুত্র মাওলানা খলিল আহমদ কাদেরী ও সুন্নী জনতার নয়নমনি আন্দোলনের অবিসাংবাদিত নেতা নবী দ্রোহীদের আতংক মাওলানা আবদুস সাত্তার খান নিয়াজীর বিরুদ্ধে ফাঁসীর আদেশ রহিত হল। উপমহাদেশের ইতিহাসে খলিফায়ে আলা হযরত আন্তর্জাতিক ইসলাম প্রচারক মাওলানা শাহ্ আবদুল আলিম মিরিটি সিদ্দীকীর সুযোগ্য পুত্র ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশনের (লণ্ডন) সভাপতি সাবেক এম.এন.এ মাওলানা শাহ্ আহমদ নূরানী সাহেবই সর্বপ্রথম পাকিস্তান জাতীয় সংসদে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষণার দাবী উত্থাপন করেন। এই দাবীর যথার্থ বাস্তবায়নে তিনি সংসদের ভিতরে এবং বাইরে জোরালো শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭৪ সনের ৩০ জুন তিনি পাকিস্তান জাতীয় সংসদে এ দাবী পেশ করেন। ফলশ্রুতিতে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সনে সর্বসম্মতিক্রমে এ দাবী সংসদে গৃহীত হয়। কাদিয়ানী সম্প্রদায় সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষিত হয়।

আলা হযরতের আদর্শের অনুসারী বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম যুগে যুগে কাদিয়ানী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। মুনাযিরে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ওমর আছরভী (রহঃ) খত্মে নবুয়ত ও রদ্দে মির্যায়িয়ত প্রসঙ্গে "মিকয়াছে নবুয়ত" নামক তিন খণ্ডে বিভক্ত ১৪৫৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত এক বিশাল কিতাব রচনা করেন। প্রফেসর মুহাম্মদ ইলিয়াছ ৯৪৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত "কাদিয়ানী মজহাব কা ইলমী মোহাসাবা" নামক এক তথ্যবহুল গ্রন্থ সংকলন করেন। আল্লামা শাহ্ আমহদ নূরানী মির্যায়ীদের ভ্রান্তি উন্মোচনে "হায়াতে মসীহ্ আলাইহিস সালাম নামক উর্দু ও ইংরেজীতে গ্রন্থ রচনা করেন।

আল্লামা নূরানীর বুযুর্গ পিতা মাওলানা শাহ্ আবদুল আলিম সিদ্দিকী মিরিটি আরবী ভাষায় "আল মিরাত", ইংরেজী ভাষায় "The Miror," উর্দু ভাষায় "মির্যায়ী হাকিকত কা এজহার" নামে চারটি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি মালয়েশীয় ভাষায় অনুদিত হয়। অনুদিত গ্রন্থটি মালয়েশীয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে মালয়েশীয়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানীদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়।

এভাবে পৃথিবীর দেশে-দেশে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম কাদিয়ানী চক্রান্ত নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমান বিশ্বের অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে কাদিয়ানীরা আজ অমুসলিম সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে চিহ্নিত। বহু রাষ্ট্রে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে মুসলমানরা আজ ঐক্যবদ্ধ। জাতির এই ক্রান্তিকালে ইসলামের পবিত্রতা ও প্রিয় নবীর নবয়তের সু-মহান মর্যাদা রক্ষার্থে কাদিয়ানী মির্যায়ীদের বয়কট করা ও তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণার সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলিম জনতার প্রাণের দাবী। এই দাবীর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন আশা রাখি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন। বিহুরমতে সৈয়্যদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তথ্যনির্দেশঃ

১. ইমাম আহমদ রেযা কৃতঃ "ফতোওয়া রিজভিয়্যাহ" প্রকাশ মুবারকপুর খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ৬৮।

২. ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী কৃতঃ "মজমুয়া রসায়েল রদ্দে মির্যায়ত" (প্রকাশ রেযা ফাউন্ডেশন লাহোর) পৃষ্ঠা ৪৪

৩. ইমাম আহমদ রেযা কৃতঃ "আহকামে শরীয়ত" প্রকাশ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৬।

৪. ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী কৃতঃ "আহকামে শরীয়ত" (প্রকাশ করাচী) খন্ড ১ম পৃষ্ঠা ১১২।

৫. আলা হযরত কৃতঃ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১২৮।

৬. আলা হযরত কৃতঃ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৩৯।

৭. আলা হযরত কৃতঃ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১২২।

৮. ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী কৃত প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৭৭।

৯. ইমাম আহমদ রেযা কৃতঃ "ফতোয়া রিজভিয়্যাহ" প্রকাশ মুবারকপুর খন্ড ৬. পৃষ্ঠা ৫১।

১০। ইমাম আহমদ রেযা কৃতঃ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৮১।

১১। ইমাম আহমদ রেযা কৃতঃ "আলমুতাকাদ আল মুনতাকাদ" প্রকাশ মকতাবা হামেদিয়া লাহোর পৃষ্ঠা ২৩৯।

১২। মুহাম্মদ হাফিজ নিয়াজী কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধঃ "তাহাফফুজে খত্মে নবুয়ত কী তাহরীক মে উলামায়ে আহলে সুন্নাত কা কিরদার" মাসিক কানযুল ইমান উর্দু জানুয়ারী ২০০১ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৩৪।

১৩. সূত্রঃ প্রাগুক্ত।

১৪. সূত্রঃ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৪।

ওহাবীবাদ, কাদিয়ানীবাদ, মৌদূদীবাদ ও তবলীগীবাদ ঈমান ধ্বংসকারী মতবাদ'এর থেকে বেঁচে থাকা ও এদের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ গড়ে তোলা প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের দায়িত্ব। তাই প্রত্যেক এলাকায় সুন্নী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন।

-অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল

দেওবন্দী মুরুব্বীদের দৃষ্টিতে সম্বোধন সুচক দরূদ ও সালাম এবং বর্তমান ওহাবী

- সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

(৪৭নং বুলেটিন-এর পর)

পূর্ববর্তী সংখ্যায় আমরা প্রমান করেছি -

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

সম্বোধনসুচক দরূদ ও সালাম সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনগনের আমল ছিল। একথাও প্রমান করেছি যে, শুধু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই নয়- বরং বেছাল মোবারকের পরেও উক্ত দরূদ ও সালাম প্রচলিত ছিল, এখনও আছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত চালু থাকবে। এ প্রসঙ্গে ১৩টি দলীল পেশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়- "আল্লাহু আকবার" ধ্বনী যেমন চালূ ছিল, তদ্রূপ "ইয়া রাসুলাল্লাহ" শ্লোগানও সাহাবায়ে কেরাম থেকে অদ্যাবধি চালু রয়েছে। ১৪শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত সম্বোধন সূচক দরূদও সালাম এবং "ইয়া রাসুলাল্লাহ"- এর শ্লোগান সম্পর্কে বর্তমানে কিছু দেওবন্দী আলেম আপত্তি তুলে নবী বিদ্বেষের প্রমান দিচ্ছে। এখন আমরা দেওবন্দী মুরুব্বীগনের অভিমত তুলে ধরবো। এতেই বর্তমানের দেওবন্দীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব হয়ে যাবে।

১। দেওবন্দী উলামাদের প্রথম স্তরের গুরু ইবনে তাইমিয়ার শাগরিদ ইবনে কাইয়েম "জালাউল আফহাম ২২৬ পৃষ্ঠায় এবং তবলীগ জামাতের মুরুব্বী মাওলানা যাকারিয়া "ফাযায়েলে দরূদ"-এ এবং সুন্নী ইমাম আল্লামা ছাখাভী (রহঃ) "আল কাওলুল বদী" নামক গ্রন্থে শেখ শিবলী বাগদাদী (রহঃ) -এর একটি ঘটনা নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো-

"শেখ আবু বকর বিন মোহাম্মদ (রহঃ) নামে একজন অলী-আল্লাহ হযরত আবু বকর বিন মুজাহিদের দরবারে বসা ছিলেন। এমন সময় শেখ শিবলী (রহঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আবু বকর বিন মোজাহিদ সসম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর কপোলে চুমু খেলেন। এ অবস্থা দেখে শেখ আবু বকর বিন মোহাম্মদ (রহঃ) বলে উঠলেন- হে বিন মোজাহিদ! আপনি এবং বাগদাদের গণ্যমান্য উলামায়ে কেরাম শেখ শিবলী (রহঃ) কে পাগল বলে থাকেন- অথচ আপনিই এখন তাঁর ললাটে চুমু খাচ্ছেন। এর কারন কি? উত্তরে বিন মুজাহিদ (রহঃ) বললেন- সাইয়েদুল মোরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি শেখ শিবলীর কপালে চুম্বন করতে দেখেছি। তাই আমিও চুম্বন করলাম। কেননা, একদিন স্বপ্নে আমি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। আরো দেখলাম শেখ শিবলী (রহঃ) সেখানে উপস্থিত। শেখ শিবলী (রহঃ) কে দেখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শেখ শিবলীর ললাটে চুমু খেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই চুমু থাওয়ার কারন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন "শেখ শিবলী প্রত্যেক নামাযের পর প্রথমে সূরা তওবার শেষ দুই আয়াত অর্থাৎ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ .....رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ পর্য্যন্ত পাঠ করে তিনবার আমার উপর এভাবে দরূদ পাঠ করে-

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ-صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ- صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ -

তারপর অন্যান্য দরূদ শরীফ পাঠ করে।" (ঘটনা সমাপ্ত)। -এতে প্রমানিত হলো- হুযুরের শান মান সম্বলিত আয়াত পাঠ করার পর উপরোক্ত নিয়মে তিনবার সম্বোধন সূচক দরূদ শরীফ পাঠ কারীর উপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৃপা বর্ষন করেন।

২। দেওবন্দী ও তবলীগ জামাতের মান্যবর আলেম মাওলানা যাকারিয়া দেওবন্দী সাহারানপুরী তার ফাযায়েলে দরূদ" গ্রন্থে লিখেছেন-

"আমি বান্দার মতে সব স্থানে সালাত ও সালাম যুক্তভাবে পাঠ করা অতি উত্তম। অর্থাৎ এভাবে পাঠ করবে-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ -

উক্ত সম্বোধনসূচক সালাত ও সালামের সাথে আরো কিছু বর্ধিত করলে অতি উত্তম হবে" (ফাযায়েলে দরূদ ২৮ পৃষ্ঠা)।

৩। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী- যাকে দেওবন্দী সম্প্রদায় অতি উঁচু ধরনের বিজ্ঞ আলেম বলে মনে করে- তিনি "আশ্ শিহাবুস সাক্বিব" গ্রন্থে বলেন-

"আরবের ওহাবীদের যুগে বারংবার শুনেছি- তাঁরা-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

এভাবে দরূদও সালাম পাঠ করা কঠোরভাবে নিষেধ করে। হারামাঈন শরীফাঈন- অর্থাৎ মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদিনা মোনাওয়ারার আদি বাসিন্দাগন এই ভাবে সালাত ও সালাম পেশ করে বিধায় ওহাবীরা তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে, ঠাট্টা বিদ্রোপ করে এবং অশোভনীয় বাক্য ব্যবহার করে। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগন এই সূরতে এবং অন্য যে কোন সূরতে সম্বোধন করে সালাত ও সালাম পাঠ করাকে মোস্তাহাব ও মোস্তাহ্সান বলে জ্ঞান করতেন এবং নিজ নিজ ভক্তদেরকেও ঐরূপে হুযুর (দঃ) কে সম্বোধন করে সালাতও সালাম পাঠ করার আদেশ করতেন" (আশশিহাবুস সাক্বিব ৬৫ পৃষ্ঠা)।

-এখানে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে- দেওবন্দের আকাবেরীন উলামাগণ-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

বলে দরূদও সালাম পাঠ করাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে দেওবন্দ অনুসারী আলেমগন এই দরূদ শরীফ পাঠ করাকে গুনাহ্ বলে প্রচার করছে। (নাউযুবিল্লাহ)। হোসাইন আহমদ মাদানীর কথার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে- হারামাঈন শরীফাঈন-এর আলেম উলামাগণ এই দরূদ ও সালাম পাঠ করার অপরাধে ওহাবীদের অশালীন গালি গালাজের শিকার হয়েছেন। আরও প্রমাণিত হলো যে, আকাবেরিনে দেওবন্দ অন্যান্য সম্বোধন্ন সূচক দরূদ ও সালাম পাঠ করাকে মোস্তাহাব ও মোস্তাহসান জ্ঞান করে থাকেন এবং অপরকে পাঠ করতে আদেশ করেন। তাহলে অন্যান্য ওহাবীরা বর্তমানে তা মান্ছেনা কেন? তারা কি আশ্ শিহাবুস সাক্বিব পড়েনি?

৪। আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব তার পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কীর মলফুযাত সংগ্রহ করে "ইমদাদুল মোস্তাক" গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। উক্ত ইমদাদুল মোস্তাকের ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব বলেছেন যে, "নবীজীকে সম্বোধন করে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ পাঠ করাকে কোন কোন লোক সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু উক্ত দরূদ শরীফের ভিত্তি হলো গোপন সংযোগের উপর- অর্থাৎ "আলমে আমর"-এর উপর। আলমে আমর বা আদেশ জগতে দুরও নিকট বলতে কিছু নেই। (ইমদাদুল মোস্তাক বা মলফুযাতে হাজী ইমদাদুল্লাহ -কৃত আশ্রাফ আলী থানবী)।

-হাজী সাহেবের উক্তিটি ব্যাখ্যা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে- প্রত্যেক উম্মতের সাথে নবী করিম (দঃ)-এর গোপন সংযোগ রয়েছে। তিনি এমন জগতে অবস্থান করছেন- যার নাম আলমে আমর। ইহা পার্থিব জগতের বহির্ভূত অন্য এক জগত- যেখানে দুর ও নিকট বলতে কিছুই নেই- অর্থাৎ- দূর ও নিকট এক সমান। অতএব যেখান থেকেই হুযুর (দঃ) কে সম্বোধন করা হউক না কেন- তিনি তা শুনেন ও দেখেন। সুতরাং দূর থেকেও হুযুর (দঃ) কে সম্বোধন করে দরূদ ও সালাম পাঠ করা জায়েয। দেওবন্দী উলামাগন হাজী সাহেবকে "শাইখুল আরব ও আজম" খেতাবে ভূষিত করেছেন। কাজেই আশ্রাফ আলী থানবীর সংগৃহীত তথ্য সত্য। অতএব, তাঁর কথা নতশিরে মেনে নেয়া দেওবন্দী উলামাদের উপর ফরয।

৫। আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব তার "শুক্রে নেয়ামত বি-যিক্রি রাহ্মাতির রাহমাত" গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন"- এমনি মনে চায় যে, আজ বেশী বেশী করে এই দরূদ শরীফ পাঠ করবো-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

৬। রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব "ফতোয়ায়ে রশিদিয়া" তে লিখেছেন-

"মহব্বত ও শওক্বের সাথে يَا হরফে নেদার সাথে সম্বোধন করে সালাত ও সালাম পাঠ করা জায়েয"। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া)।

৭। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মককী (থানবী ও গাঙ্গুহী সাহেবদ্বয়ের পীর) তাঁর "যিয়াউল কুলুব" কিতাবের ৮৩ পৃষ্ঠায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বপ্নযোগে যিয়ারতের জন্য নিম্ন বর্ণিত তরতীবে দরূদ শরীফ পাঠ করার নিয়ম উল্লেখ করে বলেন-

"যে ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভের আগ্রহী- সে এশার নামাযান্তে পাক পবিত্র লেবাছ পরিধান করে খুশবু ব্যবহার করবে এবং আদবের সাথে মদিনা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামাল

মোবারক-এর যিয়ারতের জন্য প্রার্থনা করবে। অন্তর ও মনকে যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা ও ওয়াছওয়াছা কল্পনা হতে মুক্ত করে এরূপ ধ্যান করবে যে, হুযুর পুরণূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি সাদা পোষাক পরিধান করে মাথায় পাগড়ী বেঁধে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় কুরসির উপর বসা আছেন। অতঃপর যিকিরকারী তার ডানদিকে-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ –

দরূদও সালামের জরব বা আঘাত লাগাবে। বামদিকে জরব লাগাবে নিম্নোক্ত দরূদশরীফ-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ –

এবং দিলের উপর জরব লাগিয়ে পড়বে- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ – যথাসম্ভব অবিরত উক্ত দরূদও সালাম পাঠ করতে থাকবে। ইন্‌শা আল্লাহ- হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দীদার নসীব হবে" (যিয়াউল কুলুব ৮৩ পৃষ্ঠা শোগল অধ্যায়)

-এখানেই প্রমানিত হলো- দেওবন্দের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজির মক্কী নবীজীকে সম্বোধন করে দরূদ ও সালাম পাঠ করার একজন গোঁড়া সমর্থক। তাঁর অনুসারী কেউ যদি এভাবে দরূদ পড়াকে শিরক বলে- তাহলে ঐ ফতোয়া তার পীরের উপরই প্রথম পড়বে। হোসাইন আহমদ মাদানী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, আশ্রাফ আলী থানবী, মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী এবং তাদের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ প্রমূখ দেওবন্দী মুরুব্বীগন সবাই اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ – দরূদ শরীফের পক্ষপাতি। কিন্তু সুন্নী মুসলমানগন বেশী বেশী এই সম্বোধন সূচক দরূদ ও সালাম পড়ার কারনে বিদ্বেব বশতঃ বর্তমান ওহাবী মৌলভীরা এই দরূদ শরীফ পাঠকারীকে গর পরতায় মুশরিক ও কাফির বলে অভিহিত করছে। তারা একটুও ভেবে দেখছে না যে, তাদের ফতোয়া অন্যের উপর পড়ুক বা না পড়ুক- তাদের দেওবন্দী মুরুবী ও পীরের উপর অবশ্যই পড়বে। তারা নবীজীর দুষমন, তাদের মুরুব্বীদের দুষমন এবং অলী আউলিয়াদেরও দুষমন। তারা ইসলাম ধর্মের জাতীয় দুষমন। তারা ইসলামের সুদৃঢ় ভিতকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে। আল্লাহ সকল মুসলমানকে তাদের অপপ্রচার থেকে রক্ষা করুন এবং তাদেরও হোদায়াত নসীব করুন। আমীন!

বর্তমানে দেওবন্দ অনুসারীদের গোঁড়ামী ও তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব

গোড়ামী নং-১ ঃ নূতন দেওবন্দ পন্থীরা সাহাবায়ে কেরাম, মোহাদ্দেসীন, মোফাসসেরীন, বুযুর্গানে দ্বীন ও তাদের দেওবন্দ মুরুব্বীদের দলীলের কাছে মার খেয়ে এখন নূতন গোড়ামীর পথ ধরেছে। তা হলো- আরবী ব্যাকরনের ফতোয়া। তারা বলে-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ –

এই দরূদের মধ্যে দুইটি ত্রুটি রয়েছে। <u>একটি হলো</u> عَلَيْكَ। এটি আরবী গ্রামার অনুযায়ী খেতাব বা সম্বোধনের সিগা বা শব্দ। যিনি সম্মুখে থাকেন- তাঁকেই عَلَيْكَ বলে সম্বোধন করা যায়। দূরের কাউকে এভাবে সম্বোধন করা আরবী গ্রমারের নীতি অনুযায়ী ঠিক নয়। যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে উপস্থিত নেই- সেহেতু তাঁকে عَلَيْكَ বলে খেতাব বা সম্বোধন করা শির্ক হবে। তারা বলে- আল্লাহ মউজুদ আছেন অন্য কেউ মউজুদ নন। <u>দ্বিতীয় ত্রুটি হলো-</u> হরফে নেদা يَا বলে সম্বোধন করা। গাইরুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দূর হতে يَا বলে ডাকা শির্ক। এই দুইটি আপত্তি হলো তাদের শেষ ভরসা।

<u>দাত ভাঙ্গা জবাব ঃ</u> দেওবন্দীদের দাবী মতে يَا ও عَلَيْكَ বলে নবীজীকে সম্বোধন করলে যদি শির্ক হয়- তাহলে তারাই এক নম্বরের মোর্শেক। কেননা, তারাও তো নামাযের তাশাহ্হুদের মধ্যে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ। বলে থাকে। এখানেও তো عَلَيْكَ এবং اَيُّهَا রয়েছে- যা يَا হরফে নেদার চেয়ে আরও নিকটে। শির্ক হলে তারা নামায ছেড়ে দিক। তাহলে অন্ততঃ তাদের গ্রামারের মতানুযায়ী তারা শির্ক থেকে বেঁচে যাবে। তা না হলে তাদের মতানুযায়ী আল্লাহ স্বয়ং নামাযে শির্ক শিক্ষা দিয়েছেন বলে সাব্যস্থ হবে। (নাউযুবিল্লাহ)। তারা নবী ও

অলীকে "গাইরুল্লাহ" বলে মারাত্মক ভুল করেছে। কোরআনে "গাইরুল্লাহ" বলা হয়েছে খোদার দুশমনদেরকে। নবী ও অলীগন গাইরুল্লাহ নন বরং তাঁরা যথাক্রমে রাসুলুল্লাহ ও অলী আল্লাহ। তাঁরা তো আল্লাহর বন্ধু। বন্ধু কি করে গাইরুল্লাহ বা খোদার মোখালেফ হতে পারে? আসলে ওহাবীদের আকল বুদ্ধি আল্লাহ পাক তুলে নিয়েছেন। তারা গ্রামার দিয়ে ফতোয়া দেয়। এমন বেকুব দুনিয়াতে আছে কি?

গোড়ামী নং-২ ঃ নামাযের মধ্যে اَيُّهَا এবং عَلَيْكَ যে দুটি শব্দ আছে- এগুলো সম্বোধন হিসাবে পড়া হয়না -বরং শবে মেরাজের ঘটনা হিসাবে পড়া হয়। আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে اَيُّهَا النَّبِىُّ ও عَلَيْكَ বলে সম্বোধন করেছিলেন। আমরা তা বর্ণনা হিসাবে পাঠ করি- সম্বোধন হিসাবে নয়।

<u>গোঁড়ামীর দাত ভাঙ্গা জবাব ঃ</u> আপনারা যে বলছেন- নামাযীগন বা আপনারা ঐ শব্দ দুইটি সম্বোধন হিসাবে পড়েন না -বরং খোদার সম্বোধন হিসাবে পড়েন, এর কোন দলীল আছে কি? নাই- বরং এর উল্টাটাই আছে- অর্থাৎ নামাযী নবীজীকে সম্বোধন করে اَيُّهَا النَّبِىُّ ও عَلَيْكَ বলে সম্বোধন করা ওয়াজিব বলে সমস্ত ফতোয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে। যেমন-

(ক) দোররে মোখতার ৩৫৪ পৃষ্ঠায় দরূদ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে-

وَيَقْصِدُ بِاَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ مَعَانِيَهَا مُرَادَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِ الْاِنْشَاءِ كَاَنَّهُ يُحَيِّى اللّٰهَ وَيُسَلِّمُ عَلٰى نَبِيِّهِ وَعَلٰى اَوْلِيَائِهِ لَا الْاِخْبَارَ عَنْ ذٰلِكَ ذَكَرَهُ فِى الْمُجْتَبٰى -

অর্থাৎ- "তাশাহ্হুদের প্রতিটি শব্দের অর্থ হবে সম্বোধন সূচক। যেমন- নামাযী ব্যক্তি নিজেই আল্লাহকে সম্বোধন করে اَلتَّحِيَّاتُ বলবে এবং নবীজীকে সম্বোধন করে বলবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ। এখানে মে'রাজের ঘটনা হিসাবে পড়া শুদ্ধ বা জায়েয হবেনা। "মুজতাবা" নামক ফতোয়া গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ আছে"।

১৪পৃষ্ঠায় আল্লামা শামী বলেন-

لَايَقْصِدُ الْاَخْبَارَ وَالْحِكَايَةَ عَمَّا وَقَعَ فِى الْمِعْرَاجِ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

অর্থাৎ ঃ মিরাজ রজনীতে নবীজী কর্তৃক اَلتَّحِيَّاتُ এবং আল্লাহ কর্তৃক اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ এবং ফিরিস্তাগন কর্তৃক اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বর্ণনা হিসাবে পাঠ করা জায়েয নয়" (বরং নামাযী নিজেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে اَلتَّحِيَّاتُ এবং নবীজীর উদ্দেশ্যে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ বলতে হবে এবং নিজেই اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ বলতে হবে)।

(গ) ইহ্ ইয়াউল উলুম গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় ইমাম গাজজালী (রহঃ) বলেন-

وَاَحْضِرْ فِىْ قَلْبِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيْمَ وَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ -

অর্থাৎ- "হে নামাযীগন! তোমরা আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্বত্তা এবং ব্যক্তিত্বকে তোমার দিলে হাযির নাযির জেনে বলো- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ -

(ঘ) ইমাম আবদুল ওহাব শারানী (রহঃ) "কিতাবুল মিযান" ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

سَمِعْتُ عَلِيَّ الْخَوَّاصَ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ يَقُوْلُ اِنَّمَا اَمَرَ الشَّارِعُ الْمُصَلِّىَ بِالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى التَّشَهُّدِ يُنَبِّهُ الْغَافِلِيْنَ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى شُهُوْدِهِ بَيْنَهُمْ

فِىْ تِلْكَ الْحَضْرَةِ اللّٰهِ اَبَدًا يُخَاطِبُوْنَهٗ بِالسَّلَامِ مُشَافَهَةً -

অর্থাৎ- "ইমাম শারানী (রহঃ) বলেন- আমি শেখ আলী আল খাওয়াছ কে এরূপ মন্তব্য করতে শুনেছি "শরীয়ত প্রনেতা কর্তৃক তাশাহ্হুদের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাত ও সালাম জানানোর জন্য আদেশ করেছেন- একথা জানানোর উদ্দেশ্যে যে, যারা আল্লাহর দরবারে গাফেল হয়ে বসে রয়েছে তারা যেন মনে করে যে, এখানে সর্বদা নবীজীও উপস্থিত রয়েছেন। তিনি খোদা থেকে কখনও পৃথক হননা। সুতরাং আল্লাহর প্রশংসার সাথে সাথে তারা যেন নবীজীকে সামনা সামনি সম্বোধন করে সালাম জানায়" (কিতাবুল মিয়ান -কৃত আল্লামা ইমাম আবদুল ওহাব শারানী পৃষ্ঠা ১৪৫)।

(ঙ) শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) তাঁর মিশকাত শরীফের শরাহ "আশিয়াতুল লুমুআত" গ্রন্থে প্রথম খন্ড ৩১২ পৃষ্ঠায় বলেন-

ومثال حضرت ايشاں نصب العين مؤمناں وقرة العين عابد اں است درجميع احوال واوقات خصوصا درحالت عبادت- واخر انكه وجود نور انيت وانكشاف درين محل بيشتر وقوى تراست- وبعضے از عرفان گفته اند كه ايں خطاب بجهت سرياں حقيقت محمديه است درذرات موجودات وافراد ممكنات- پس احضرت درذرات مصلياں موجود وحاضر است- پس مصلى را بايد كه ازين معنى اگاه باشد وازيں شهود غافل نبود تا بانوار قرب واسرار معرفت متنور وفائز گردد-

অর্থাৎ- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মুমিনগনের লক্ষবস্তু এবং আবেদগনের চোখের মনি। ইহা সবসময়ের জন্য- বিশেষতঃ ইবাদতের সময় প্রযোজ্য। কেননা, এই সময় নুরানিয়াত ও ইনকিশাফ অর্থাৎ হুযুরের নুরানী উপস্থিতি ও আত্ম প্রকাশ বেশী এবং শক্তিশালী হয়ে থাকে। এই জন্যই কিছু সংখ্যক আরেফগন বলেছেন যে, সৃষ্টির প্রতিটি পরমানুতে এবং নশ্বর জগতের প্রতিটি বস্তুতে হাকিকতে মোহাম্মদী সংক্রমিত ও সংমিশ্রিত হয়ে আছে। নবীজীকে সম্বোধন করার করণও ইহাই। সুতরাং নামাযীদের প্রতিটি পরমানুতেও নবীজী হাযির ও নাযির। অতএব, নামাযীগণের এই হাকিকতে মোহাম্মদীর উপস্থিতি ও তার পরমানুতে নবীজীর সংমিশ্রন সম্পর্কে অবগত হওয়া একান্ত কর্তব্য এবং নবীজীর উপস্থিতি সম্পর্কে বেখবর থাকা কোনমতেই উচিৎ হবে না। আর এই বিশ্বাসের মাধ্যমেই হুযুরের নূরানী সান্নিধ্য ও মারেফাতের গোপন তত্ত্ব দ্বারা পূর্ণরূপে সফলকাম হতে পারবে" (আশিয়াতুল লুমুয়াত পৃষ্ঠা ৩১২- খন্ড ১ম)।

-শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ)-এর এই তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, হুযুর (দঃ)-এর হাকিকত হচ্ছে নুর- সুতরাং নূর কোনদিন দূরে নয়- বরং সদা সর্বদা নিকটে। শুধু নিকটে নয়- রবং সৃষ্টি জগতের প্রতিটি পরমানুতে এবং নশ্বর জগতের প্রতিটি ধূলি কণায় মিশে আছে- হাকিকতে মোহাম্মদী। সুতরাং খোদার সৃষ্টি জগতের সর্বত্র- বিশেষতঃ নামাযীদের অস্তিত্বে ও মজজায় হাকিকতে মোহাম্মদী হাযির ও নাযির। আর যিনি হাযির ও নাযির- তাঁকে সম্বোধন করাই সমিচীন। অতএব প্রমাণিত হলো- নব্য দেওবন্দীদের গোড়ামীপূর্ণ যুক্তি অসার এবং নবীবিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। শেখ দেহলভী (রহঃ) পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছেন- নবীজী খোদার সৃষ্টি জগতের সর্বত্র ও প্রতিটি অনু পরমানুতে হাযির ও নাযির।

সত্য সব সময়ই সত্য। সত্য মেনে নেয়ার মধ্যেই প্রকৃত ঈমানের পরিচয়। গোঁড়ামী ও কুটযুক্তি মানুষকে শয়তানে পরিনত করে। শয়তান আল্লাহকে মানতো- কিন্তু হযরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে সব সময় বেয়াদবীমূলক আচরন করতো। তাই শয়তানে পরিণত হয়েছে। যারা বিশ্বনবীর সাথে বেয়াদবী করে- তারাই বিশ্ব শয়তান। আল্লাহ্ আমাদেরকে মানবরূপী শয়তান থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

জশ্নে জুলুছে ইদ-এ-মিলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর তাৎপর্য

আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

'জশন' শব্দের অর্থ খুশী ও আনন্দ (লোগাতে কেশোয়ারী) 'জুলুস' জলসা শব্দের বহুবচন, জলসা শব্দের অর্থ হল বসা বা উপবেশন করা (গিয়াসুল লোগাত)এবং মিছিল করা- ইত্যাদি।

যেমন নামাজ আল্লাহর জিকিরের জলসা, একই স্থানে বসে দাড়িয়ে সম্পন্ন করা হয়, হজ্জ হচ্ছে আল্লাহর জিকিরের জুলুছ, এক বৈঠকে সম্পন্ন করা যায়না- বরং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে সম্পন্ন করতে হয়। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালাম থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মূছা (আঃ)-এর 'তাবুতে সখিনা' ফেরেশতাগণ জুলুছ সহকারে নিয়ে এসেছিলেন। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জুলুস শব্দটি মিছিল বা শোভাযাত্রা অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঈদ শব্দের অর্থ খুশী বা আনন্দ উৎসব। মিলাদুন্নবীর অর্থ হলো নূর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জন্মকাহিনী ও তদ-সম্বলিত ঘটনাবলী আলোচনা করা।

সবগুলো মিলিয়ে 'জুশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী' এই বাক্যটির অর্থ হলো নূর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর শুভাগমন উপলক্ষে মিছিল সহকারে আনন্দ প্রকাশ করা। ইহা শরীয়ত সম্মত একটা অনুষ্ঠান- খাতামুন্নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিক মহব্বতের বহিঃপ্রকাশের উত্তম ব্যবস্থা।

ছহীহ্ মুসলিম শরীফের ২য় জিলদের ৪১৯ পৃষ্ঠায় হাদীছুল হিজরত' অধ্যায়ে হযরত বারাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ "ফাছায়িদার রিজালু ওয়াননিছাউ ফাওকাল বুয়ুতি ওয়াতাফাররাকাল গিলমানু ওয়াল খিদামু ফিত তরিকি ইউনাদুনা ইয়া মোহাম্মাদু ইয়া রাছুলাল্লাহ্, ইয়া মোহাম্মাদু ইয়া রাছুলাল্লাহ"। অর্থাৎ "রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যখন মক্কা শরীফ ত্যাগ করে মদীনা শরীফে প্রবেশ করলেন- তখন মদীনা শরীফের নারী পুরুষ ঘরের ছাদ সমূহের উপর আরোহন করলেন এবং কিশোরগণ ও সেবকগণ মদীনা শরীফের অলিতে গলিতে জুলুছ আকারে ছড়িয়ে পড়েন। সকলেই ইয়া মোহাম্মাদু ইয়া রাছুলাল্লাহ্-ইয়া মোহামাদু ইয়া রাছুলাল্লাহ স্লোগান দিতে থাকেন।"।

উপরোক্ত হাদীছ শরীফের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, ছাহাবায়ে কেরাম হুযুর পুর নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর শুভাগমনে জুলুছ বা মিছিল আকারে ইয়া রাছুলাল্লাহ ধ্বনিতে আকাশ বাতাশ মুখরিত করে তুলেন। এজন্যই আমরা ছাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করে ঈদে মিলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর খুশীতে মিছিল আকারে আনন্দ উৎসব করে থাকি এবং ইয়া রাছুলাল্লাহ ধ্বনি দিয়ে থাকি।

এখানে পার্থক্য হলো এই যে, ছাহাবায়ে কেরাম নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ প্রবেশ কালে ইয়া রাছুলাল্লাহ ধ্বনিতে বিভোর হয়ে জুলুছ বা মিছিল করেছেন এবং আমরা রবিউল আওয়াল চাঁদের বিভিন্ন তারিখে রাহমাতুল্লিল আলামিন ছাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াছাল্লাম এর এই ধরাধামে আগমনের খুশিতে জুলুছের মাধ্যমে আনন্দ উৎসব করে ইয়া রাছুলাল্লাহ ধ্বনি দিয়ে থাকি। "নবীকে পেয়ে তোমরা খুশী উদ্‌যাপন করো" আল্লাহর কালামের এই নির্দেশ উক্ত জুলুছকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। ইহা নিঃসন্দেহে জায়েয ও উত্তম কাজ।

আল্লাহ পাক কালামে মজিদে নিজেই এরশাদ করেছেনঃ "কুল বি ফাদলিল্লাহি ওয়াবি রাহমাতিহি ফা বিজালিকা ফাল ইয়াফরাহু" অর্থাৎ "হে মাহ্‌বুব! আপনি উম্মতগনকে বলে দিন, আল্লাহর ফজল এবং তার রহমত প্রাপ্তিতে তারা যেন খুশী প্রকাশ করে।" (ছুরা ইউনুছ ৫৮ নং আয়াত)

উল্লেখ্য যে, নূর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহর ফজল ও রহমত উভয়ই (তাফসীরে রুহুল মাআনী)। কেননা কালামে পাকে রয়েছেঃ লাক্বাদ মান্নাল্লাহু আলাল মু'মিনিনা ইজ্ বাআছা ফিহিম রাছুলা" অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের উপর বড়ই অনুগ্রহ বা এহ্‌ছান করেছেন যে, তাদের মধ্যে একজন সম্মানিত রাছুল পাঠিয়েছেন।

এ আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যায় ইমাম জালাল উদ্দিন ছয়ূতী (রাঃ) তদীয় "তাফছীরে দূররে মানছুর" নামক কিতাবের ২য় জিলদের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের তাফছিরে লিখেছেন "জাআলাল্লাহু রাহমাতাললাহুম" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা উম্মতের জন্য তার হাবীবকে রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ইমাম জালাল উদ্দিন ছয়ূতী (রাঃ) ও আল্লামা আলুছী বাগদাদী আলোচ্য আয়াতে (ওয়াবিরাহমাতিহি) এর

তাফছির বা ব্যাখ্যায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে মুরাদ নিয়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, তাফছীরে কোরআনের তিনটি ধারা রয়েছে। (এক) এক আয়াতের তাফছীর অন্য আয়াত দ্বারা হবে। (দুই) আয়াতের তাফছীর হাদিছ শরীফ দ্বারা হবে। (তিন) আয়াতের তাফছির ছাহাবায়ে কেরামের কউল বা উক্তি সমূহের দ্বারা হবে।

ইমাম জালাল উদ্দিন ছয়ূতী (রাঃ) ও আল্লামা আলুসী আলোচ্য আয়াতাংশ (ওয়াবি রাহমাতিহি) এর তাফছির রইছুল মুফাচ্ছিরিন হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) এর বর্ণনা উল্লেখ করে যে তাফছীর পেশ করেছেন- তা তাফছীরে কোরআনের প্রথম ধারা মোতাবেক "ওয়াবি রাহমাতিহি" অংশকে "ওয়ামা আর ছালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামিন" আয়াতের দ্বারা "রাহমাত" এর মুরাদ নিয়েছেন রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লম।

সুতরাং আলোচ্য আয়াত ঃ "কুল বি ফাদলিল্লাহি ওয়া বি রাহমাতিহি ফা বিজালিকা ফাল ইয়াফরাহু" অর্থাৎ "হে মাহ্বুব। আপনি উম্মতগণকে বলে দিন আল্লাহর ফজল ও তার রহমত অর্থাৎ মহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর প্রাপ্তিতে তারা (উম্মতে মোহাম্মদীরা) যেন আনন্দ প্রকাশ করে- দ্বারা নবীজীকেই বুঝানো হয়েছে।"

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ) (ওফাত ৬০৪ হিজরী) "তাফছীরে কবীর" নামক কিতাবের নবম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের তাফছির পেশ করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেনঃ "ওয়ালিজালেকা ক্বালাল মু'রী ইন্না হুজনান ফি ছাআতিল মাউতি আদআফু সুরুরুন ফি ছাআতিল মিলাদ" অর্থাৎ আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি (রাঃ) রহমত দ্বারা আল্লাহর নবীকে মুরাদ নিয়ে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করে বলেন, এ জন্য মু'রি বলেছেন- আল্লাহর রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মিলাদের মূহুর্ত খুবই আনন্দ দায়ক এবং ওফাতের মুহুর্ত ভীষণ বেদনাদায়ক।"

উপরে বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামই আল্লাহ তায়ালার ফজল ও রহমত।

এজন্য নবী প্রেমিক ছুন্নী মুছলমানগণ মাহ্বুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর মিলাদের আনন্দ অর্থাৎ ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করে থাকেন। এ জুলুছও আল্লাহর নির্দেশ "ফাল ইয়াফরাহু" অর্থাৎ তোমরা আনন্দ প্রকাশ কর-এর অন্তর্ভূক্ত এবং ইহা নিঃসন্দেহে জায়েয ও উত্তম কাজ। যারা বলে- ফজল ও রহমত অর্থ নবী নয়- তারা মূর্খ।

প্রচলিত নিয়মানুসারে "জশ্নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম পালন করা নিন্দনীয় বিদ্আত হতে পারে না। কেননা আল্লাহর রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ছাল্লাম নিজেই এরশাদ করেছেন "মান ছান্নাফিল ইছলামী ছুন্নাতান হাছানাতান ফালাহু আজরুহা ওয়া আজরু মান আমিলা বিহা মিন বাদিহি মিন গাইরি আন ইয়ানকুছা মিন ওজুরিহীম শাইয়ুন (আল হাদিছ)"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইছলামের মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট তরিকা বা নিয়ম পদ্ধতির প্রচলন করবে, তার আমল নামায় উহার ছওয়াব লেখা হবে, অতঃপর উহার অনুসরণে যারা উহা আমল করবে তারা যে পরিমাণ ছওয়াবের অধিকারী হবে তদসমুদয় তার আমল নামায় লেখা হবে, অথচ অনুসরণকারীদের ছওয়াবের কোন অংশ কম হবে না। (মিশকাত শরীফ ৩৩ পৃষ্ঠা)

মোট কথা হল এই যে, ইসলামের মধে যে প্রচলন বা রীতি কোরআন ছুন্নাহ্ ও ইজমার পরিপন্থী হবে না ইহা বিদ্আতে ছাইয়্যিয়া বা নিন্দনীয় বিদ্আত হতে পারে না। (মিরকাত শরহে মিশকাত আল্লামা মোল্লা আলি ক্বারী (রঃ) ১৭৯ পৃষ্ঠা)। যারা বিদআত বলে- তারা অজ্ঞমূর্খ।

সুতরাং প্রচলিত জশ্নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম পালন করা কোরআন ছুন্নাহ, ইজমার পরিপন্থী নহে। পূর্বে উল্লেখিত ছহীহ মুছলিম শরীফের উদ্বৃতি থেকে প্রমাণিত হল- ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শুভাগমনকে কেন্দ্র করে জুলুছ আকারে রাস্তায় রাস্তায় ও ঘরের ছাদে আরোহন করে ইয়া রাছুলাল্লাহ স্লোগান দিয়েছেন।

কাজেই জশ্নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী ছুন্নত ধ্বংসকারী বা নিন্দনীয় বিদ্আত হতে পারে না- বরং ইহা "মূলহিক বিছছুন্নাত" ছুন্নতের অন্তর্ভূক্ত অতি উত্তম কাজ।

১৯৯১ সনে তথাকথিত মাওলানা আব্দুল্লা বিন সাঈদ জালালাবাদী "জশ্নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী" এর বিরুদ্ধে ভুল তথ্য প্রচার করে মুছলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার পায়তারা করছিলেন। তিনি তার বক্তব্যে সরল প্রাণ মুছলমানকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে "জশন" শব্দের সঙ্গে "মানানা" শব্দ যোগ করে "জশন" এর প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করতঃ নাচ, গান, আয়েশ ও নিশাতে মশগুল হওয়ার কাজ বলে উল্লেখ করেছিলেন। এতে তার

জেহালত বা মুর্খতার পরিচয়ই প্রকাশ হয়েছিল।

তিনি ছাহাবায়ে কেরামের আমলকে অগ্নি উপাসকের নওরোজ উৎসবের সহিত তুলনা করে তাদের অবমাননা করে মুছলিম সমাজে ফিত্না ছড়াচ্ছিলেন। কোথাও বা তিনি জঘন্য বিদ্আত বলে উল্লেখ করেছিলেন। (নাওযুবিল্লাহ)

তিনি হয়তো কোরআন পাকের সব আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝেন না। তাফছীর কোরআনের উছুল বা মূলনীতি সম্বন্ধেও অজ্ঞ। নিন্দনীয় বিদ্আত ও উত্তম বিদ্আতের সংজ্ঞাও তার জানা নেই। শরীয়তের চারটি দলিলের মধ্য হতে একটি মাত্র দলিলও পেশ করে প্রচলিত জশ্নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবীকে ইছলাম বিরোধী প্রমাণ করতে সক্ষম হন নাই। মুধুমাত্র মনগড়া মতবাদই প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। ইছলাম কারো মনগড়া মতবাদ সমর্থন করে না।

জালালাবাদী ও তর মুরুব্বীদের মতানুসারে রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং হুযুর ছাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে-এর চাইতে বেশী নয়। (তাকভীয়াতুল ঈমান) আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলতে পারেন (ফতুয়ায়ে রশিদিয়া)। একমাত্র আল্লাহুর প্রয়োজন, রাসুলের কোন প্রয়োজন নেই। (বসতুল বানান) ইত্যাদি ইছলাম বিরোধী মতবাদ তাদের মুরুব্বীদের কিতাব সমূহের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে ইছলামের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছেন।

তথাকথিত মাওলানা ছাহেবদের জেনে রাখা উচিত-হানাফী ও শাফেয়ী মাজহাবের বড় উছুল বা মূলনীতি হলো "আছলুল আশয়ায়ে এবাহাতুন" অর্থাৎ "কোরআন ছুন্নাহ ও ইজমা যেসব কাজের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করে নাই এবং যে কাজের দ্বারা কোন ছুন্নাত বিনষ্ট হয়নি- তা নিঃসন্দেহে মুবাহ্ বা জায়েয। কোন কিছু জায়েয হওয়ার জন্য দলীলের কোন প্রয়োজন নেই বরং হারাম বা নাজায়েযের দলিল যেখানে পাওয়া যাবে না ইহাই জায়েয বলে বিবেচিত হবে। (শামী, নুরুল আনোয়ার)

উল্লেখ্য যে, আমরা ইতিপূর্বে কোরআন শরীফের আয়াতে কারিমা ও তার সঠিক তাফছিরের উদ্বৃতির দ্বারা আল্লাহর হাবীবের মিলাদ শরীফ উদ্যাপনের মাধ্যমে ঈদ বা আনন্দ উৎসব করা এবং জুলুছ আকারে রাস্তায় রাস্তায় ইয়া রাছুলাল্লাহ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলা যে উত্তম বা ছওয়াবের কাজ- তা প্রমাণ করেছি।

পরিশেষে নবী প্রেমিক মুছলিম সমাজের খেদমতে সবিনয় আরয এই যে, আপনারা বদ্ আক্বীদাধারী আলেমদের প্ররোচনায় পড়ে ঈদে মিলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মত নেক অনুষ্ঠানকে বর্জন না করে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে জশ্নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম পালন করে ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জন করতঃ আল্লাহ পাকের রেজামন্দী হাছিল করুন। আমীন।

আমিয়াপুর মহিলা মাদ্রাসার উদ্যোগে জশনে জুলুছ

গত ১৫ই মে ১২ই রবিউল আওয়ালে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে প্রখ্যাত আলেমে দ্বীণ, সুন্নী জনতার নয়নের মণি, আল্লামা জলিল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আবু তালেবের নেতৃত্বে এক বিরাট আজিমুশ শান জশনে জুলুশ ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) এর মিছিল বের হয়। মিছিলটি বিভিন্ন গ্রাম, বাজার, রাস্তা ঘাট প্রদক্ষিন করে মুক্তির কান্দি বাইতুল মামুর জামে মসজিদের সামনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হাজি মাওলা সিকদার।

বক্তব্য রাখেন- মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওঃ আবু তালেব, মাওঃ মনির হাসেন, মাওঃ ফারুক, মাওঃ আঃ ছামাদ, মাওঃ আমিন প্রমুখ।

তারপর মিলাদ মাহফিল মোনাজাত ও তাবারুক বিতরনের মাধ্যমে জুলুস শেষ হয়।

নিবেদক
মাওঃ আবু তালেব
আমিয়াপুর মহিলা মাদ্রাসা

বহু গ্রন্থের প্রণেতা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব-বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও আমাদরে শ্রদ্ধেয় গুরু সাধক অধ্যাপক আলহাজ্ব **অধ্যক্ষ এম. এ হাই** রচিত **তওবা ও গুনাহ মাফ** বইটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে **চতুর্থ সংস্করণ** বের হয়েছে। আপনার কপি আজই সংগ্রহ করুন।

আযানের পূর্বে ও পরে ছালাত ও ছালাম পাঠের ফতোয়া

—সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র।

ধর্মীয় মুফতী মণ্ডলী নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলোর শরীয়ত সম্মত সমাধান প্রদানে বাধিত করবেন।

প্রশ্ন ঃ গাজেগানা আযানের পূর্বে উচ্চস্বরে যিকির করা, দরূদ শরীফ পাঠ করা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস-এর আলোকে জায়েয কিনা? ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ইহার কোন নযির ছিল কিনা? পরবর্তী কালে ইসলামী রাষ্ট্র সমূহে ইহার প্রচলন ছিল কি না? থাকলে ইহার বিরুদ্ধে কে বা কারা আপত্তি তুলেছিল?

উত্তর ঃ আযানের পূর্বে বা পরে মুয়াজ্জিন কর্তৃক উচ্চস্বরে কোন যিকির বা দরূদ শরীফ পাঠ করা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে জায়েয এবং একটি উত্তম কাজ।

প্রমাণ ঃ কোরআন মজিদে-

(ক) اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا

(খ) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

অর্থাৎ- (ক) "যারা দাঁড়ান অথবা বসা অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে"।

(খ) "হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাঁর (মুহাম্মদ দঃ) উপর অধিক দরূদ পাঠ করো এবং সম্মানের সাথে ছালাম পেশ কর"।

-উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহ পাক কোন প্রকার সময়ের শর্তারোপ না করেই যিকির করা এবং নবী করিম (দঃ) এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ও ছালাম পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আযানের পূর্বে বা পরে বা অন্যান্য সময়ে যিকির করা, দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব ও উত্তম প্রমাণিত হয়। উহাকে হারাম বা মাকরূহ প্রমাণিত করতে হলে অবশ্যই অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিলের প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য যে, এমন কোন অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল আযানের পুর্বে ছালাত ও ছালাম পাঠ করার বিপক্ষে পাওয়া যায় না।

প্রমাণ ঃ হাদিছ শরীফ-

(ক) হাদিছ শাস্ত্রের অন্যতম নির্ভরযোগ্য কিতাব আবু দাউদ শরীফে (আযানের সময় বিভিন্ন দোয়া পাঠ করা) নামক একটি পৃথক অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার মিনারার উপর আযানের পূর্বে হযরত বিলাল (রাঃ) কর্তৃক একটি দোয়া পাঠের রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেছেন। দোয়াটি হলো-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْمَدُكَ وَاَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى قُرَيْشٍ اَنْ يُّقِيْمُوْا دِيْنَكَ (اَبُوْدَاوٗدَ)

অর্থাৎ- হে খোদা! আমি তোমার প্রশংসা করছি এবং তোমার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কোরাইশদের জন্য সাহায্য চাচ্ছি।

- উক্ত ঘটনায় আযানের পূর্বে মিনারায় দাঁড়িয়ে যিকির ও দোয়া ইত্যাদি পাঠ করার প্রমান পাওয়া যায়। দরূদ শরীফ পাঠ করা একটি উত্তম যিকির। সুতরাং অন্যান্য যিকিরের ন্যায় ইহাও নিঃসন্দেহে জায়েয ও উত্তম প্রমাণিত হলো।

(খ) উক্ত আবু দাউদ শরীফে আরো উল্লেখ আছে যে,

قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْتَمِعُوْا تَأْذِيْنَ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ (الحديث)

অর্থ ঃ রাছুলে করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- হযরত বেলাল (রাঃ) রমযানে রাত থাকতে আযান (আহ্বান) দেন। অতএব, যে পর্যন্ত না হযরত ইব্নে উম্মে মাকতুম (রাঃ) এর আযান শুন- ততক্ষন পানাহার করতে থাক।

মর্মার্থ ঃ হযরত রাছুলে পাক (দঃ) এরশাদ করেছেন যে, হযরত বেলাল (রাঃ) রাত্রি বেলায় লোকদেরকে ছেহেরী খাওয়ার জন্য বা তাহাজ্জদের নামায পড়ার জন্য আযান দেন। (ইহা ফজরের নামাযের আযান নহে)।

হাঁ, হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম যখন আযান দিবেন- তখন তোমরা পানাহার হতে বিরত থাক। (কেননা ইহাই হল ফজরের নামাযের আযান)

উক্ত হাদীছ শরীফে হযরত বেলাল (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ) কর্তৃক ফজরের পূর্বে দুইটি আযনের উল্লেখ রয়েছে। মোহাদ্দেসীন কেরামের মতে

শেষোক্ত আযান ছিল নামাযের জন্য এবং পূর্বোক্ত আযানের অর্থ হলো নিদ্রিত লোকদের ছেহরী খাওয়ার অথবা তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে জাগ্রত করার আহ্বান অথবা আল্লাহ পাকের জিকির তাসবীহ ও তাহলীল পাঠ করা। এই দুই আযানের মধ্যকালে কোন প্রকার বিরতির উল্লেখ পাওয়া যায়নি। অতএব, এই হাদিস দ্বারা আযানের ক্ষণিক পূর্বে নামাযের প্রতি লোকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে যে কোন তাসবীহ তাহলীল এবং দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

প্রমাণ ঃ ফিকাহ্-

(১) আল্লামা আঃ রহমান জারিরী তদীয় গ্রন্থ اَلْفِقْهُ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ কিতাবের ১ম খন্ড ৩২৬ পৃষ্ঠায় আযানের পূর্বাপর ছালাত ও ছালাম পাঠ করার সম্পর্কে একটি পৃথক অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। এই অনুচ্ছেদের নাম রাখা হয়েছে-

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْاَذَانِ وَبَعْدَهٗ -

অর্থাৎ- "আযানের পূর্বে ও পরে নবী করিম (দঃ)-এর উপর ছালাত ও ছালাম পাঠ করা প্রসঙ্গে।"

উক্ত শিরোনামে গ্রন্থকার আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করাকে মাযহাব চতুষ্ঠয় অনুযায়ী জায়েয এবং উত্তম বলে প্রমাণ করেছেন।

(২) ইয়ানাতুত তোয়ালেবীন (اِعَانَةُ الطَّالِبِيْنَ) কিবের ২৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে,

فَهٰذَا (صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا) ثَبَتَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْاَذَانِ فَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُحَقِّقِيْنَ اِسْتَحْسَنَ هٰذَا -

অর্থাৎ- কোরআন পাকের আয়াত "ছাল্লো আলাইহি ওয়াছাল্লিমু তাছলিমা" দ্বারা আযানের পূর্বে হুযুর (দঃ) এর উপর ছালাত ও ছালাম পাঠ করা প্রমাণিত হয়। অনেক সুক্ষদক্ষর্শী ফকিহগণও ইহাকে মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

(৩) উক্ত গ্রন্থ প্রণেতা শেখ কবির আল বিক্‌রী মক্‌কী আরও মন্তব্য করেছেন যে,

اَنَّهَا تُسَنُّ قَبْلَهُمَا اَىْ اَلصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

অর্থাৎ- "আযান ও ইকামতের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত" (ইয়ানাতুত ত্বালেবীন)।

- অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করেছেন আল্লামা আবদুল ওহাব শারানী, আল্লামা কাহাছ্তানী, তফছিরে রূহুল বয়ান, মোল্লা আলী ক্বারী ও আল্লামা ইউছুফ নাব্‌হানী মিসরী প্রমুখ মনিষীবৃন্দ।

ইসলামী বিশ্বে ইহার প্রচলন

(১) আল্লামা আবু ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সাউদ মিসরী হানাফী তদীয় গ্রন্থ فَتْحُ اللّٰهِ الْمُعِيْنِ ১ম খণ্ড ১৫০ পৃষ্ঠায় আল্লামা জালাল উদ্দীন ছায়ুতী (রঃ)-এর حُسْنُ الْمُحَاضَرَةِ নামক গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন- ৭৮১ হিজরী রবিউচ্ছানী মাসে কোন এক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও রবিবার দিবাগত রাত্রে এশার আযানের পর মিনারার উপর উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পাঠের নিয়মিত প্রচলনের সূত্রপাত হয়। প্রায় দশ বৎসর পরে নিয়মিতভাবে প্রত্যেক ওয়াক্ত আযানের পরে দরূদ শরীফ পাঠের নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

আল্লামা জালাল উদ্দীন ছায়ুতী (রঃ) মন্তব্য করেন, আমি আল্লামা ছাখাবীর اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ নামক গ্রন্থে দেখেছি যে, আযানের পূর্বে নিয়মিত দরূদ শরীফ পাঠের প্রচলন হয় সোলতান নাছের সালাহ উদ্দীন আবুল মোজাফফর ইউসুফ বিন আইউবের ব্যবস্থাপনায় তারই খেলাফত যুগে (৭৮১ হিজরী)।

(২) আল্লামা শামী "ফতোয়ায়ে শামীর" প্রথম খন্ডে ২৮৬ পৃষ্ঠায় অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হারামাইন শরীফাইনে উক্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল। যেমন মক্কা শরীফের শাফী মাজহাবের মুফতি ছৈয়দ আহম্মদ দাহলান মক্কী (রহঃ) তদীয় فُتُوْحَاتِ اِسْلَامِيَّةِ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত প্রচলিত দরূদ শরীফের বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারী ওহাবী সম্প্রদায় আপত্তি উথাপন করে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে এবং তারা আযানের সময় দরূদ শরীফ পাঠ করতে মোয়াজ্জেনদের নিষেধ করে। তাদের এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জনৈক ধর্মভীরু অন্ধ মোয়াজ্জেন আযানের পর

মিনারায় দরূদ শরীফ পাঠ করার সময়ে তাদের হাতে ধরা পড়ে। তারা উক্ত মোয়াজ্জেনকে গ্রেফতার করে তাদের নেতা মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর নিকট নিয়ে যায়। অতঃপর তার নির্দেশে দরূদ শরীফ পাঠের অপরাধে উক্ত মোয়াজ্জিনকে হত্যা করা হয়। (ফতোহাতে ইসলামীয়া কৃত আল্লামা দাহলান মক্কী (রহঃ)।

- সুতরাং কোরআন সুন্নাহর আলোকে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের ফতোয়া অনুযায়ী ইসলামী বিশ্বে নিয়মিত ভাবে প্রচলিত এবং বিশ্ব মুসলমান জনতা ও উলামা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থামতে আযানের পূর্বে বা পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা বৈধ এবং মুস্তাহাব কাজ। ৭৮১ হিজরী সন হতে হিজরী ১১৫৯ হিজরী পর্যন্ত উক্ত দরূদ শরীফ পাঠের প্রচলন ছিল এবং বর্তমানেও বাগদাদ শরীফে হযরত বড়পীর সাহেবের মাযার মসজিদে আযানের পূর্বে নিয়মিত দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়।

১১৫৯ হিজরীতে ওহাবী আন্দোলনের নেতা ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর অভ্যুত্থানের পর থেকেই উক্ত দরূদ শরীফ পাঠের প্রচলিত নিয়ম বন্ধ করে দেয়া হয়। কেবলমাত্র ইরাকের বাগদাদ শরীফের বড় পীর সাহেবের মসজিদই তার আক্রমণ হতে মুক্ত থেকে আজও আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়।

সুতরাং ওহাবী আন্দোলনের সুদীর্ঘ ৩৭৮ বৎসর পূর্ব হতে ১১৫৯ হিজরী পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রচলিত আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠের প্রথা পুনরায় জীবিত করা একটি প্রতিষ্ঠিত মোস্তাহাব কাজকে পুনরুজ্জীবিত করারই শামিল এবং প্রতিষ্ঠাকারী এর ছওয়াব পাবে। মৃত সুন্নাতকে পূণর্জীবিত করলে ১০০ শহীদের ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

সত্যের অনুসরণ করাই দ্বীনের দাবী।

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ

(খাক্‌ছার)

مُحَمَّدْ عَبْدُ الْجَلِيْلْ غُفِرَ لَهُ ١٥ محرم ١٤٠٥ هج

স্বাক্ষর-

হাফেজ মাওলানা মোঃ আবদুল জলিল

(এমএম এমএ বিসিএস)

১৫ই মহররম ১৪০৫ হিঃ, ১১ই অক্টোবর ১৯৮৪ ইং

অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

(রাহমাতুল্লিল আলামীন '৮৪ ইং হতে)

মোহাক্কেক আল্লামা অকাট্য দলীলাদির মাধ্যমে সঠিক উত্তর দিয়েছেন।

দস্তখত ঃ

(১) মোঃ ওয়াজি উল্লাহ, ১ম মোহাদ্দেছ

(২) মোঃ আঃ হক, ২য় মোহাদ্দেছ

(৩) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ৩য় মোহাদ্দেছ

(৪) মোঃ মনসুর আহমদ, ৪র্থ মোহাম্মদ

(৫) মোঃ আবদুর রব, প্রভাষক (আরবী)

কোরআনুল কারীমের মাধ্যমে চিকিৎসা

যে কোন ধরণের জটিল রোগের চিকিৎসা, যাদু, কুফুরী, টাকান শীঘ্রই বিবাহ, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও মনোবাঞ্ছা পুরণসহ যাবতীয় জটিল ও কঠিন রোগের তদবীর করা হয়।

যোগাযোগঃ

মোহাম্মদ আবুল কালাম

৯৮, উত্তর বাসাবো (নিচতলা) ঢাকা-১২১৪

সাক্ষাতের সময় সূচীঃ

প্রতিদিন ৭-৩০ থেকে দুপুর ১১-৩০ মিনিট

বিকাল ৫.০০ থেকে রাত ১০টা

প্রশ্ন ও উত্তর (আকায়েদ ও আমল)

–সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

(৪৮ নং বুলেটীনের পর)

প্রশ্ন-১০১ ঃ মাসিক মদিনা মার্চ ২০০৩ সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ ইবনে শামছ ১৪ নম্বরে দাবী করেছে- "নবী করিম (দঃ) কবরে বাতি জ্বালানো ও সিজদা করার উপর অভিশাপ করেছেন। তিনি কবর যিয়ারতকারী মেয়েলোক এবং যারা কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ বা কোব্বা নির্মাণ করে তাদেরকে অভিশাপ করেছেন (আহমেদ)। তিনি নিষেধ করেছেন কবরকে পাকাপোক্ত ও শক্ত করে বানাতে, তার উপরে কোন রকম নির্মাণ কাজ করতে, তার উপর বসতে ও তার উপর কোন কিছু লিখতে (মুসলিম)। তিনি বলেছেন- আমার কবর কেন্দ্রে মেলা বসাবে না- (নাসাঈ, দাউদ)। সুতরাং অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা হলে কি হতে পারে"? এখন প্রশ্ন হলো- ইবনে সামছের এই প্রমান বিহীন দাবীগুলো কতটুকু সত্য?

উত্তর ঃ ইবনে সামছ ঈমানদার মুসলমানকে ধোকায় ফেলার জন্য চোখ বুঝে কতগুলো অবাস্তব ও অসত্য দাবী তুলে ধরেছে। যেমন (১) কবরে বাতি জ্বালানো (২) কবরে সিজদা করা (৩) মহিলা যিয়ারতকারীনি (৪) কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ বা কোব্বা নির্মাণ করা (৫) কবর পাকাপোক্ত করা ও তার উপর কিছু লিখা (৬) কবরকেন্দ্রে মেলা বসানো।

আবদুল্লাহ ইবনে সামছ এই ছয়টি কাজকে হারাম ও নাজায়েয বলে দাবী করে শুধু চারটি হাদীস গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছে- কিন্তু হাদীস উল্লেখ করেনি এবং হাদীসের ব্যাখ্যাকারী শরিয়তের কোন ইমামের নামও উল্লেখ করেনি। এতেই বুঝা গেল, সে গদবাধা কিছু কথা বলেছে- এ সম্পর্কে তার পুর্ণ জ্ঞান নেই। এটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, কোন জিনিসকে হারাম, নাজায়েয, মাক্রূহ তাহরীমী, মাক্রূহে তানজিহী বা নিষিদ্ধ- এমন ধরনের কিছু বলতে হলে দলীল পেশ করা জরুরী। তা নাহলে তার কথা বাতিল বলে গণ্য হবে। ইহাই ফতোয়ায়ে শামীর সিদ্ধান্ত। দলীল উল্লেখ না করে কোন কিছুকে হারাম বলা হারামীপনার আলামত। সুতরাং ইসলামী বিধান মতে তার কথা বাতিল হয়ে গেলো।

এবার আসুন- শরিয়তের ইমামগণ ঐ ৬টি বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে কি ফতোয়া দিয়েছেন- তা ধারাবাহিক ভাবে জানা যাক-

(১) কবরে বাতি জ্বালানো প্রসঙ্গে

(ক) ফতোয়া শামীর লেখক আল্লামা ইবনে আবেদীন -এর ওস্তাদ মুজতাহিদ আল্লামা আবদুল গনী নাবলুসী রহমতুল্লাহি আলাইহি (ফিলিস্তিন) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হাদিকাতুন নাদিয়া-ত কবরে বা মাযারে বাতি জ্বালানো জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন-

اِخْرَاجُ الشُّمُوْعِ اِلَى الْقُبُوْرِ بِدْعَةٌ وَاِتْلَافُ مَالٍ كَذَا فِى الْبَزَّازِيَّةِ- وَهٰذَا اِذَا خَلَا عَنْ فَائِدَةٍ وَاَمَّا اِذَا كَانَ مَوْضِعُ الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا اَوْعَلٰى طَرِيْقٍ اَوْ كَانَ هُنَاكَ اَحَدٌ جَالِسٌ اَوْكَانَ قَبْرُ وَلِىٍّ مِّنَ الْاَوْلِيَاءِ اَوْعَالِمٍ مِّنَ الْمُحَقِّقِيْنَ-تَعْظِيْمًا بِرُوْحِهِ الْمُشَرَّفَةِ عَلٰى تُرَابِ جَسَدِهِ كَاِشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَى الْاَرْضِ اِعْلَامًا لِّلنَّاسِ اَنَّهُ وَلِىٌّ لِيَتَبَرَّكُوْا بِهِ وَيَدْعُوا اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَهُ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فَهُوَ اَمْرٌ جَائِزٌ لَامَانِعَ مِنْهُ فَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ –

অর্থাৎ– বাজজাজিয়া নামক ফিকাহ গ্রন্থে "কবরে বাতি জ্বালানো বিদআত ও অপব্যয়" বলে যা উল্লেখিত হয়েছে- তার ব্যাখ্যা হচ্ছে- তখনই বিদআত ও অপব্যয় বলে গণ্য হবে- যদি বাতি নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন ফায়দা বা উপকার না থাকে। কিন্তু যদি ফায়দা থাকে- যেমন, (১) যদি কবরের নিকট মসজিদ থাকে, (২) কবর যদি

চলাচলের রাস্তার উপর হয় (৩) যদি কবরের পার্শে কোন যিয়ারতকারী লোক বসা থাকে (৪) কবর যদি কোন অলী আল্লাহর বা কোন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মুহাক্কিক আলেমের মাযার হয়- যাদের পবিত্র আত্মা সমূহ জগত আলোকময়ী সূর্যের মত কবর রৌশনকারী, তাহলে তাঁদের প্রতি তাযিমও সম্মান প্রদর্শনার্থে মাযার আলোকিত করা জায়েয। এই বাতি জ্বালানোর দ্বারা লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তাঁরা আল্লাহর প্রিয় অলী বা বন্ধু। তাঁদের থেকে বরকত লাভ করা উচিত এবং তাঁদের মাযারে আল্লাহর নিকট দোয়া কবলে তা সহজে কবুল হয়। এই উদ্দেশ্যে এবং প্রথম তিন কারণে মাযারে ও কবরে বাতি জ্বালানো ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক জায়েয- এতে নিষেধাজ্ঞার কিছুই নেই। কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে- "ইন্নামাল আ'মালু বিন্ নিয়্যাত" অর্থাৎ নিয়ত অনুযায়ীই কর্মফল নির্ধারিত হয়ে থাকে। (হাদিকাতুন নাদিয়া)।

-উক্ত দলীল দ্বারা বুঝা গেল- মাযারে বাতি জ্বালানো জায়েয এবং এতে ফায়দাও আছে। শরিয়তের ব্যাখ্যাদাতা একজন মুজতাহিদের ফতোয়ার মোকাবেলায় আবদুল্লাহ ইবনে সামছের মত একজন সাধারন মানুষের কথার কোনই মূল্য নেই। দেওবন্দী হলে তো এমনিতেই বাতিল।

(খ) মিশরের প্রসিদ্ধ হানাফী মুফতী আল্লামা আবদুল কাদের (রহঃ) রচিত "তাহ্রীরুল মুখতার" নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

وَكَذَا (اَمْرٌ جَائِزٌ) اِيْقَادُ الْقَنَادِيْلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُوْرِ الْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالْاِجْلَالِ اَيْضًا- فَالْمَقْصَدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ- وَنَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْاَوْلِيَاءِ يُوْقَدُ عِنْدَ قُبُوْرِهِمْ تَعْظِيْمًا لَهُمْ وَمَحَبَّةً فِيْهِمْ جَائِزٌ اَيْضًا- لَايَنْبَغِى النَّهْىُ عَنْهُ-

অর্থাৎ- অনুরূপভাবে আউলিয়ায়ে কেরামও নেককার বুযুর্গব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনার্থে তাঁদের মাযারে ঝাড় বাতি লটকানো ও মোমবাতি জ্বালানো সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, একাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহৎ। এছাড়া আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে মোমবাতি ও তৈলের মানত করাও জায়েয- কেননা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি সম্মান ও মহব্বত প্রদর্শন করা। একাজে নিষেধ করা বা বাধা দেয়া অনুচিৎ। (তাহরীরুল মুখতার ১ম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠা)

(গ) বাস্তবে সমগ্র উম্মতের আমল দ্বারাও মাযারে বাতি জ্বালানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মোবারক, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মাযারে, হযরত ইউনুছ আলইহিস সালাম, হযরত শিষ আলাইহিস সালাম, হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম, হযরত জরজীস আলাইহিস সালাম, হযরত আইউব আলাইহিস সালাম, হযরত সালেহ ও হযরত হূদ আলাইহিস সালামগনের মাযারে সদা-সর্বদা বাতি জ্বালানো থাকে। জর্দানে হযরত মূছা আলাইহিস সালাম ও হযরত ইউশা ইবনে নূন আলাইহিস সালামের মাযারেও বাতি জ্বালানো হয়। এছাড়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সাহীদানে কারবালা, হযরত গাউসুল আযম, হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মূছা কাযেম, হযরত সালমান ফারছী (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ), হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ), ইমাম গাজ্জালী, শেখ শিবলী, হযরত মারূফ কারাখী, হযরত সিররি সাক্তী, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী, হযরত বাহলুল দানা, হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত হাসান আসকারী (রাঃ) প্রমূখ সাহাবী ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার সমূহে প্রতি নিয়ত নিয়মিতভাবে বাতি জ্বালানো হয়। পাক ভারতের হযরত দাতাগঞ্জ বখ্শ, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তি আজমেরী (রহঃ), হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ), হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ) সহ সর্বত্রই সম্মানার্থে বাতি জ্বালানো হয়। এসব বাস্তব শরিয়ত সম্মত কাজকে হারাম ও নাজায়েয বলা একমাত্র বাতিল ফের্কা ওহাবীদের কাজ। সউদী সরকার বিগত ৭৫ বৎসর যাবৎ সরকারী ফরমান বলে তথাকার মাযার সমূহ ধবংস করে দিয়ে সেখানে বাতি জ্বালানো বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের এহেন ধৃষ্ঠতাপূর্ণ কাজকে কেউ দলীল হিসাবে পেশ করলে সেও বাতিলপন্থী বলে গণ্য হবে।

لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالتَّوَجُّهُ اِلٰى اٰدَمَ تَشْرِيْفًا كَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَقِيْلَ بَلْ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ وَالْاِكْرَامِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْاَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (تَاتَارْخَانِيَّةْ) قَالَ فِىْ تَبْيِيْنِ الْمَحَارِمِ وَالصَّحِيْحُ الثَّانِىْ وَلَمْ يَكُنْ عِبَادَةً لَّهٗ بَلْ تَحِيَّةً وَاِكْرَامًا وَلِذَا اِمْتَنَعَ عَنْهُ اِبْلِيْسُ وَكَانَ جَائِزًا فِيْمَا مَضٰى كَمَا فِىْ قِصَّةِ يُوْسُفَ -

অর্থাৎ- ফিরিস্তাদের সিজদার প্রকৃতি সম্পর্কে তাফসীর বিশারদগণের মধ্যে দুইটি মতবাদ রয়েছে। একটি হলো- সিজদা ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্যে, আর আদম আলাইহি সালাম ছিলেন ক্বিবলা স্বরূপ- যেমন আমরা নামাযের সিজদা দেই আল্লাহকে এবং মুখ করি কা'বার দিকে। দ্বিতীয় মতবাদ হলো- ফিরিস্তাদের সিজদা ছিল হযরত আদম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যেই- তবে ইবাদতের নিয়তে নয়- বরং তাযিম ও সম্মানার্থে। এই তাযিমী সিজদা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ ও বাতিল ঘোষিত হয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসের মাধ্যমে। হাদীস খানা হলো- "আমি যদি কাউকে সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য" (তাতারখানীয়া)। তাবয়ীনুল মাহারেম গ্রন্থে দ্বিতীয় মতবাদটিকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ- হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা করা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিলনা বরং তাযিম ও সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল- এজনই ইবলিছ সিজদা থেকে বিরত ছিল। যদি প্রথম মতবাদ অনুযায়ী আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদার নির্দেশ হতো আর হযরত আদমকে বানানো হতো ক্বিবলা স্বরূপ- তাহলে ইবলিছের সিজদা না করার কোন কারণ ছিল না। এই তাযিমী সিজদা বিগত শরিয়তে বৈধ ছিল- যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় (শামী)।

আবদুল্লাহ ইবনে সামছ তাদেরই অনুসারী বলে মনে হয়। বাতিলপন্থীর কথাও বাতিল। অধিক জানতে হলে আল বাছায়ের গ্রন্থ এবং ফতোয়ায়ে আজিজী দেখুন।

(২) কবরে সিজদা করা প্রসঙ্গে

আবদুল্লাহ ইবনে সাম্ছ শুধু কবরে সিজদা করাকে হারাম বলেছেন। তার কথায় বুঝা যায়- কবরে সিজদা না করে মানুষকে সিজদা করলে তা দুরস্ত হবে। আসলে কোন সিজদাই জায়েয নেই। সিজদা দুই প্রকার। যথা- (১) ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা (২) তাযিমার্থে সিজদা করা। ইবাদতী সিজদা শিরক এবং তাযিমী সিজদা কবিরা গুনাহ। ইহা শরিয়তে মোহাম্মদীর বেলায় প্রযোজ্য। পূর্ববর্তী নবীগনের শরিয়তে সম্মানার্থে সিজদা করা মোবাহ বা জায়েয ছিল। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) এর পিতামাতা ও আপন ভাই তাঁকে তাযিমী সিজদা করেছিলেন। হযরত ইছা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ইহা জায়েয ছিল। আমাদের শরীয়তে হাদীসের মাধ্যমে ইহা হারাম করা হয়েছে। সিজদার পরিবর্তে সালাম প্রথা চালু হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াা সাল্লামকে পশুরা সিজদা করতো । এ অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! বনের পশুরা আপনাকে সিজদা করে অথচ তারা বিবেকহীন। আমরা তো বিবেকবান। আমাদের তো আপনাকে তার আগেই সিজদা করা উচিৎ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদুত্তরে এরশাদ করলেন-

لَوْاَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ اِمْرَأَةً اَنْ تَسْجُدَ زَوْجَهَا (مِشْكُوٰةْ وَتَاتَارْخَانِيَّةْ وَرَدُّالْمُحْتَارْ)

আর্থাৎ- "যদি আমি কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার নির্দেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ করতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য" (মিশকাত, ফতোয়া তাতারখানী ও রদ্দুল মোহতার)।

তাযিমী সিজদার মাসআলা

(১) ফতোয়া শামীতে উল্লেখ আছে-

اِخْتَلَفُوْا فِىْ سُجُوْدِ الْمَلَائِكَةِ قِيْلَ كَانَ

(২) ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

وَمَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ اَوْقَبَّلَ وَجْهَ الْاَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَايُكَفَّرُ وَلٰكِنْ يَأْثَمُ لِاِرْتِكَابِهِ الْكَبِيْرَةَ هُوَالْمُخْتَارُ -

অর্থাৎ- কোন ব্যক্তি যদি বাদশাহর পায়ে সম্মানার্থে সিজদা করে অথবা তাঁর সম্মানে ভূমি চুম্বন করে, তাহলে কাফের হবে না- বরং কবিরা গুনাহে গুনাহগার হবে। ইহাই সর্বজন গৃহীত চূড়ান্ত ফতোয়া (আলমগীরী)।

(৩) খাযানাতুর রিওয়ায়াত গ্রন্থে তাযিমী সিজদা সম্পর্কে উল্লেখ আছে-

قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُوْ جَعْفَرَ مَنْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَى السُّلْطَانِ اَوْ اَمِيْرٍ اَوْ سَجَدَ لَهٗ فَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَايُكَفَّرُ وَلٰكِنْ يَكُوْنُ اٰثِمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيْرَةِ -

অর্থাৎ- ফকিহ আবু জাফর বলেছেন- কোন ব্যক্তি যদি বাদশাহ অথবা শাসন কর্তার সম্মুখে ভূমি চুম্বন, করে অথবা তাকে সিজদা করে-তা হলে যদি সে সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজদা করে, তাহলে কাফের বা মুশরিক হবে না। তবে কবিরা গুনাহ্র কারণে শক্ত গুনাহ্গার হবে (খাযানাতুর রিওয়ায়াত)

(৪) ফতোয়ায়ে শামীতে যায়লায়ী গ্রন্থের উদ্ধৃতি-

قَالَ الزَّيْلَعِىْ وَذَكَرَ صَدْرُ الشَّهِيْدِ اَنَّهٗ لَايُكَفَّرُ بِهٰذَا السُّجُوْدِ لِاَنَّهٗ يُرِيْدُ بِهِ التَّحِيَّةَ

অর্থাৎ- ইমাম যায়লায়ী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন- সাদরুস শহীদ এ কথা বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন যে, তাযিমী সিজদার দ্বারা কেউ কাফের হবে না। কেননা সে তাযিম ও সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজদা করেছে।

-উপরোক্ত ৪টি দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তাযিমী সিজদা হারাম ও কবিরা গুনাহ্- কিন্তু শির্ক নয়। আশ্রাফ আলী থানবী বলেছে কুফরী এবং কিছু গোমরাহ লোক বলে মোবাহ ও জায়েয। তারা উভয়েই গোমরাহ ও পথ ভ্রষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনে সামৃছ শুধু কবরের সিজদাকে হারাম বলে হয়েছে ডবল ভ্রান্ত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কিছু লোক কদম চুম্বন ও মাযার চুম্বনকে সিজদা বলে অভিহিত করে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কেননা সাহাবীগণ রাসুলে পাকের কদমে মুখ লাগিয়ে চুম্বন করতেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) নবীজীর রওযা মোবারকে চিবুক লাগিয়ে পড়ে থাকতেন (আদিল্লাতু আহ্লুছ ছুন্নাত- ইউসুফ রেফায়ী)।

(৩) মহিলা যিয়ারতকারিনী প্রসঙ্গে

কবর বা মাযার বা রওযা মোবারক যিয়ারত করা সুন্নাত। এই সুন্নাত পুরুষদের বেলায় নিঃশর্ত এবং মহিলাদের বেলায় কিছু বাধ্য বাধকতা ও শর্ত সাপেক্ষে সুন্নাত। নারীর বেলায় শর্ত হলো- পর্দা করে এবং পৃথকস্থানে বসে যিয়ারত করা, ঘন ঘন ও মাত্রাতিরিক্ত যিয়ারত না করা এবং চিৎকার করে কান্নাকাটা না করা- বরং নিরবে ও নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলা এবং ধৈয্য ধারন করা। আবদুল্লাহ ইবনে সামছ একটি বৈধ কাজকে অবৈধ বলে শরিয়তের উপর মস্ত যুলুম করেছে এবং অনুমতি প্রদানকারী হাদীসের খেলাফ করেছে। এবার শুনুন- মহিলাদের কবর যিয়ারতের দলীল সমূহ।

(১) মিশকাত শরীফ যিয়ারাতুল কুবুর অধ্যায়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلَافَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ (مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ- "আমি ইসলামের প্রাথমিক যুগে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম। এখন থেকে তোমরা (নারী পূরুষ নির্বিশেষে) কবর যিয়ারত করো- কেননা, উহা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়" (মুসলিম শরীফ)।

-ইসলামের প্রাথমিক সময়ে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়ার একাধিক কারণ মোহাদ্দেসীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন। প্রথম কারন হলো- তখনও কবর যিয়ারত সম্পর্কে কোন অহী নাযিল হয়নি। দ্বিতীয় কারণ হলো- মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমান ও মুশরিকগণকে একই কবরস্থানে দাফন করা হতো। মদিনী যিন্দেগীতে মুসলমানদের পৃথক কবরস্থান করা হয়। তৃতীয় কারণ হলো- ইসলামের প্রাথমিক যুগ জাহেলিয়তের নিকটবর্তী হওয়াতে মুশরিকদের আচরনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ন হওয়ার আশংকা ছিল। মদিনী যিন্দেগীতে

ওহীর মাধ্যমে কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়। হাদীসের প্রথম অংশ হলো মক্কী জীবনের নিষেধাজ্ঞামূলক এবং দ্বিতীয় অংশ হলো মদিনী জীবনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার মূলক ও অনুমতিসূচক। আরবী রীতি অনুযায়ী প্রথম অংশকে বলা হয় মানছুখ বা রহিত করন এবং দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় নাছেখ বা রহিত কারী যার উপর আমল করতে হবে।

উক্ত হাদীসে কয়েকটি বিষয় সুপ্রমাণিত। যথাঃ-

(ক) نهيتكم শব্দটি দ্বারা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মোমেন নরনারীকে কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে (আইনী-শরহে বোখারী)।

(খ) হাদীসখানায় দূরত্বের কোন উল্লেখ নেই। কাজেই নিকটের বা দূরের যেকোন কবর বা মাযারের যিয়ারতের জন্য সফর করাও সুন্নাত। বাংলাদেশ থেকে নিয়ত করে আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ, মদিনা শরীফ বা বায়তুল মোকাদ্দাসের মাযার সমূহের যিয়ারতের নিয়তে সফর করা জায়েয।

(২) সিরাজুল ওহহাজ নামক ফেকাহ গ্রন্থে নারীদের যিয়ারত সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে -

وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ لِلْاِعْتِبَارِ وَالرَّحْمِ وَالتَّبَرُّكِ بِزِيَارَةِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ غَيْرِ مَايُخَالِفُ الشَّرْعَ فَلَا بَأْسَ بِهٖ اِذَاكُنَّ عَجَائِزَ وَكُرِهَ لِلشَّابَّاتِ لِحُضُوْرِهِنَّ فِى الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَاتِ الْخَمْسَةِ- وَحَاصِلُهٗ اَنَّ مَحَلَّ الرُّخْصَةِ لَهُنَّ اِذَاكَانَتِ الزِّيَارَةُ عَلٰى وَجْهٍ لَيْسَ فِيْهِ فِتْنَةٌ- وَالْاَصَحُّ اَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِاَنَّ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَزُوْرُ قَبْرَ حَمْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِمَكَّةَ- ذَكَرَهُ بَدْرُ الدِّيْنِ الْعَيْنِىْ فِىْ شَرْحِ الْبُخَارِىْ -

অর্থাৎ- সিরাজুল ওহহাজ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- "বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার যিয়ারতের মাধ্যমে পরকালীন জীবনের জন্য উপদেশ গ্রহণ, কবরবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে যদি গমন করা হয় এবং শরিয়ত পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত না হয়, তা হলে বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য নিঃশর্তে জায়েয এবং যুবতী মহিলাদের বেলায় মাকরূহ সহ জায়েয। যেমন- মসজিদে পাঞ্জেগানা জামাতের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা মহিলাদের যাওয়া জায়েয- কিন্তু যুবতী মহিলাদের যাওয়া মাকরূহ। মোদ্দা কথা হলো- কোন প্রকার ফিতনার আশংকা না থাকলে মহিলাদেরও যিয়ারতে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। অধিক সহীহ রেওয়ায়াত মোতাবেক নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই কবর যিয়ারতে গমন করা সাধারণভাবে বৈধ। কেননা, মহিলাকুল শিরোমনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আন্হা প্রতি জুমার দিনে মদিনা শরীফ হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আমির হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার শরীফ যিয়ারত করার জন্য গমন করতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আন্হা মদিনা শরীফ হতে ৫০০ কিঃ মিঃ দূরে মক্কা মোয়ায্যমায় অবস্থিত আপন ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র মাযার য়িয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করতেন। আল্লামা বদরুদ্দীন (রহঃ) আইনী শরহে বোখারীতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন" (সিরাজুল ওহহাজ)।

-এখন আবদুল্লাহ ইবনে সামছকে জিজ্ঞাসা করি- হাদীসের মর্ম আপনি বেশী বুঝেন- নাকি আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ)?

কুট তর্কের অপনোদন

কেউ কেউ একখানা হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বলে- যেমন বলেছে ইবনে সামছ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ -

উক্ত হাদীসখানার বিকৃত অর্থ তারা এভাবে করেছে- " নবী করিম (দঃ) কবর যিয়ারত কারিনী মহিলাদের উপর

অভিসম্পাত করেছেন"। তাদের এ অপব্যাখ্যার জবাব হলো- তারা অর্থের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত অর্থ হবে "ঘনঘন অধিক যিয়ারতকারিনী মহিলাদের উপর রাসুল (দঃ) অভিসম্পাত করেছেন"। মোহাদ্দেসীনে কেরাম– বিশেষ করে মোল্লা আলী ক্বারী মিরকাতে এবং আল্লামা মানাভী তাইছির কিতাবে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ যিয়ারত কারিনীদের উপর লানত বা অভিসম্পাত করেন নি। সেজন্যই মোবালাগার সিগা زَوَّارَاتِ ব্যবহার করা হয়েছে। যদি সকল মহিলাদের জন্য অভিসম্পাত করতেন - তাহলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) কি করে ওহোদে ও মক্কায় গিয়ে যিয়ারত করতেন? বুঝা গেল- ওহাবীরা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আইনী ও সিরাসুল ওহহাজ গ্রন্থদ্বয়ের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপর অন্য কোন সিদ্ধান্ত হতে পারেনা। (দেখুন আল বাছায়ের ও গাউসুল ইবাদ গ্রন্থদ্বয় ইস্তাম্বুল ছাপা)। সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেলো- আবদুল্লাহ ইবনে সামছ হাদীসের দোহাই দিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। সাধারণ সরল মানুষ কি করে তার এই জালিয়াতি ও প্রতারনা ধরতে পারবে? মুহাক্কিক ও সচেতন আলেম ছাড়া সাধারন আলেমও তাদের ধোকাবাজী ধরতে পারবেনা।

(৪) কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ বা কোববা তৈরী করা প্রসঙ্গে

ইবনে সামছ কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ ও কোব্বা নির্মাণ করাকে চোখ বন্ধ ,করে হারাম বলেছে এবং ইমাম আহমেদ-এর হাওয়ালা দিয়েছে- কিন্তু এবারত উল্লেখ করেনি। সুতরাং তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

এবার আসুন- কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ, গম্বুজ নির্মান বা কোব্বা নির্মাণ সম্পর্কে শরিয়ত কি বলে?

(১) কোরআন মজিদে সূরা কাহাফে আসহাবে কাহাফের মাযারের উপর বা পার্শদেশে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا- رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ- قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا -

অর্থাৎ- হে প্রিয় হাবীব! আপনি স্মরণ করুন- যখন আসহাবে কাহাফের ব্যাপারে মোমেন ও কাফেররা পরস্পর বিতর্ক করছিল- তখন কাফেররা বললো- তাদের কবরের উপর কোব্বা বা সৌধি নির্মাণ করো। তাদের পালনকর্তাই তাঁদের বিষয়ে ভাল জানেন। আসহাবে কাহাফের বিষয়ে যাদের (মুমিনদের) মত প্রবল হলো- তারা বললো- আমরা তাঁদের মাযারের উপর অবশ্যই মসজিদ নির্মাণ করবো" (সূরা কাহাফ ২১ আয়াত)।

-উক্ত আয়াতের দ্বারা অলী আল্লাহগণের মাযারের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা এবং মাযারকে ঘিরে মসজিদ তৈরী করা জায়েয প্রমানিত হলো।

তাফসীরে সাভীতে উল্লেখ আছে- আসহাবে কাহাফ হযরত ইছা আলাইহিস সালামের উম্মত ছিলেন। হযরত ইছা আলাইহিস সালামের অন্তর্ধানের দুইশত বৎসর পরে দাক্ইয়ানুস নামক জালেম ও কাফের বাদশাহ্র ভয়ে ৭ জন অলী-আল্লাহ তাঁদের কুকুর সহ তরসুস শহরের একটি পাহাড়ের বৃহৎ গুহায় আত্মগোপন করেন। তাঁরা নিদ্রাবস্থায় তিনশত নয় বৎসর কাটিয়ে দেন। এরপর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে ঈমানদার বাদশাহ বিতরুস-এর সাক্ষাৎ পান। তারপর ঐ গুহাতেই তাঁরা মৃত্যু বরণ করেন এবং ঐ গুহাতেই তাঁদের মাযার হয়। ঐ সময়ের লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল কাফের এবং আর এক দল মোমেন। কাফের ও মুমিন উভয় দলই আসহাবে কাহাফ-এর মাযার সম্বন্ধে বিতর্ক শুরু করে। কাফের দল বললো- আমরা আমাদের নিয়মে মাযারের উপর কোব্বা বা সৌধ নির্মাণ করবো। অপর দিকে মুমিন দল বললো- আমরা মাযারকে কেন্দ্র করে মসজিদ নির্মাণ করবো। অবশেষে মুমিনরাই জয়যুক্ত হয়ে মাযারে মসজিদ নির্মাণ করলো এবং তাতে নামায আদায় করতে লাগলো (তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে সাভী সূরা কাহাফ আয়াত নং ২১)। জামাতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা আবদুর রহিম তার আসহাবে কাহাফ বইয়ে এই মসজিদ তৈরীর ঘটনা স্বীকার করে লিখেছেন- "আসহাবে কাহাফের মাযারে মসজিদ তৈরী করা ও তাতে নামায আদায় করার বিষয়টি স্বতন্ত্র ঘটনা"। আল্লাহ পাক এই ঘটনা প্রশংসা সহ বর্ণনা করেছেন। তাই এটি ইসলামের দলীল।

৫- কবর পাকাপোক্ত করাও তার ওপর কিছু লিখা প্রসঙ্গে

আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারের উপর ছাদ বা গম্বুজ নির্মান করা ও মাযার পাকা করা শরিয়ত মোতাবেক জায়েয। আবদুল্লাহ ইবনে সামছের দাবী সত্য নয়। সে কোন দলীল উদ্ধৃত না করে মানুষকে ধোকায় ফেলেছে। তার খন্ডনে নিম্নোক্ত অকাট্য দলীল সমূহ পেশ করা হলো।

১নং দলীল ঃ সূরা কাহাফের ২১নং আয়াতে সাতজন আসহাবে কাহাফের মাযার পাকাপোক্ত করে তথায় নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আসহাবে কাহাফ ছিলেন আউলিয়া। তাঁদের মাযারে মসজিদ নির্মাণ করার উল্লেখ করে আল্লাহ পাক সূরা কাহাফে এরশাদ করেন-

اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ط قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا –

অর্থাৎ- "হে প্রিয় হাবীব! আপনি আসহাবে কাহাফের বিষয়টি স্মরণ করুন- যখন আসহাবে কাহাফের মাযারের ব্যাপারে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্ক করেছিলো। কাফের দল বলেছিলো- আমরা তাঁদের মাযারের উপর কোব্বা বা গম্বুজ নির্মাণ করবো যা তাঁদের মাযারকে গোপন করে রাখবে। তাদের পালনকর্তাই তাঁদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী। আর মোমেনদল- যারা আসহাবে কাহাফের মাযারের ব্যাপারে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো- তারা বললো- আমরা অবশ্যই তাঁদের মাযারের উপর মসজিদ নির্মাণ করে নামায পড়বো ও ইবাদত করবো"। (তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে গাভী)।

-উক্ত আয়াতে আসহাবে কাহাফের উল্লেখ থাকলেও সকল অলীগণের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। উসুলে তাফসীরের বিধান অনুযায়ী শানে নুযুল খাস হলেও হুকুম আম হয়ে থাকে- যা সকল অলীর বেলায়ই প্রযোজ্য। পূর্ববর্তী শরিয়াতের কোন ঘটনা যদি প্রশংসার সাথে কোরআনে বর্ণিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট কোন হাদীস দ্বারা যদি তার বিপরীত কোন নিষেধাজ্ঞা না আসে- তাহলে তা আমাদের শরিয়তেও বহাল থাকবে। অলীগণের মাযার পাকা করা ও মাযারকে কেন্দ্র করে মসজিদ নির্মাণ করার বৈধতা উক্ত আয়াতের দ্বারাই সুপ্রমাণিত। (তাফসীরে রুহুল বয়ান উক্ত আয়াত)।

২নং দলীল ঃ ফিকাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুররে মোখতার জানাযা অধ্যয়ে মাযারে গম্বুজ নির্মাণ বিষয়ে উল্লেখ আছে-

وَلَايُرْفَعُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ وَقِيْلَ لَابَأْسَ بِهٖ وَهُوَالْمُخْتَارُ –

অর্থাৎ- কোন কোন মতে কবরের উপর ইমারত বা গম্বুজ নির্মাণ করা অনুচিত। কিন্তু অন্য একটি মতে মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করা দোষনীয় নয়- মাকরূহ হওয়া তো দূরের কথা এবং ইহাই গৃহীত ফতোয়া (দুররে মোখতার জানাযা অধ্যায়)।

৩নং দলীল ঃ জগত বিখ্যাত ফতোয়ায়ে শামী প্রথম খন্ড (মিশরে মদ্রিত) ৯৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

وَفِى الْاَحْكَامِ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوٰى وَقِيْلَ لَايُكْرَهُ الْبِنَاءُ اِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ –

অর্থাৎ– জামেউল ফতোয়ার বরাতে 'আহকাম' নামক গ্রন্থে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তি পীর-অলী, উলামা অথবা সাইয়েদ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের মাযারের উপর পাকা ইমারত নির্মাণ করা বিনা মাকরূহতে জায়েয"। উক্ত ফতোয়া অনুযায়ী আউলিয়া, উলামা, সাইয়েদগণের মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করা নিঃসন্দেহে জায়েয বলে প্রমাণিত হলো।

৪নং দলীল ঃ বিখ্যাত তাফসীরে রুহুল বয়ান ৮৭৯ পৃষ্ঠা ও মাজমাউল বিহার ৩য় খন্ড ১৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

وَقَدْ اَبَاحَ السَّلَفُ اَنْ يُّبْنٰى عَلٰى قُبُوْرِ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ الْمَشَاهِيْرِ لِيَزُوْرَ النَّاسُ وَيَسْتَرِيْحُوْنَ فِيْهِ –

অর্থাৎ– "ইসলামের প্রথম যুগের উলামাগণ পীর মাশায়েখ, উলামা ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করা ও তাতে বিশ্রাম নেওয়াকে মোবাহ্ ও জায়েয বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন"। উল্লেখ্য যে, সালাফ বলা

হয় সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীর যুগকে। তাঁদের পরবর্তী যুগের মুফতীগণকে বলা হয় খালাফ। সুতরাং পূর্ববর্তী যুগেই মাযারে ইমারত নির্মাণকে মোবাহ ও বৈধ বলা হয়েছে। বর্তমান যুগের ওহাবী দেওবন্দীরা সালফও নয় এবং খালাফও নয়। ইবনে সামছের মত লোকের তো হিসাবই নেই- তাদের কথার কি মুল্য থাকতে পারে?

৫নং দলীল ঃ পাক ভারত উপমহাদেশের সর্বজন স্বীকৃত আলেম শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব-(উর্দূ সংস্করণ) এ উল্লেখ করেছেন-

مزارات پر قبہ بنانا صحابہ وسلف صالحین سے ثابت ہے سب سے پہے حضرت عمر فاروق رض نے اورانکے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رح نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہء اطہر پرمکان اور عالی شان گنبد بنایاہے –

অর্থাৎ– "মাযার সমূহের উপর ইমারত ও কোব্বা নির্মাণ করা সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের সালফে সালেহীনদের কর্মের দ্বারা সুপ্রমাণিত। যেমন, সর্ব পথম হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং পরবর্তী উমাইয়া যুগের খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয (রহঃ) ৮৬ হিজরীতে হুযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের রওযায়ে আত্হারে ইমারত ও আলীশান গম্বুজ নির্মান করেছিলেন" (জযবুল কুলুব)।

-উল্লেখ্য যে, রওযায়ে আত্হারে হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মাযার বিদ্যমান। উনাদের মাযার সহ ইমারত নির্মাণ ও আলীশান গম্বুজ তৈরী সাহাবা যুগে সম্পাদিত হয়েছে। অলীগণের মাযারের উপর ইমারত নির্মানের দলীল এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে? এমন কাজকে নাজায়েয বলে ইবনে সামছ রাসুল ও সাহাবী দুশমনির প্রমান দিলো। সে নিজেই লানতের যোগ্য হয়েছে- অন্য কেউ নয়।

৬নং দলিলঃ বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড জানাযা অধ্যায়ে বর্নিত আছে - উমাইয়া খেলাফত যুগে ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেকের যুগে (৮৬ হিজরী) একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারকের একদিকের দেওয়াল ধ্বসে গেলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উহা মেরামত শুরু করে দিলেন। মেরামতের সময় মাটি খনন কালে হঠাৎ করে একটি পা মোবারক দৃষ্টি গোচর হলো। উপস্থিত লোকজন মনে করলেন- ইহা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পা মোবারক। কিন্তু সেখানে উপস্থিত সাহাবী উরওয়া ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু (হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাগিনা) সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন -

لَا- وَاللّٰهِ مَا هِىَ قَدَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا هِىَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ –

অর্থাৎ- "খোদার শপথ। ইহা রাসুলুল্লাহর কদম মোবারক নয়- ইহা হযরত ওমর রাদি'য়াল্লাহু আনহুর কদম"।

-উক্ত ঘটনার দ্বারা প্রমানিত হল যে, সাহাবায়ে কেরামই সর্ব প্রথম নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বক্কর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর রওযা মোবারক পাকা করেছিলেন। যদি মাযার পাকা করা নাজায়েয হতো- তাহলে সাহাবীগণ কখনই তা করতেন না। অতএব, মাযার পাকা করা সাহাবীগণের সুন্নাতও বটে। অনেক সাহাবীই বিভিন্ন মাযার পাকা করেছিলেন। যেমনঃ হযরত ওমর(রাঃ) উম্মুল মোমেনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর মযারের উপর গম্বুজ নিমার্ণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে হযরত আয়েশা (রাঃ) মক্কা শরীফে তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর মাযারের উপর গম্বুজ নির্মান করেছেন। তায়েফে অবস্থিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মাযার পাকা করেছিলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী ও হযরত আলী (রাঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদ বিন হানফিয়া (রহঃ)। দেখুন বিস্তারিত বিবরন "মুন্তাকা শরহে মোয়াত্তা এবং বাদায়ে সানায়ে। ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আন্হুর পুত্র দ্বিতীয় হাসান (রাঃ) ইনতিকাল করার পর তিনির বিবি তাঁর মাযারের উপর একটি কোব্বা তৈরী করেছিলেন এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেছিলেন। কোন সাহাবী এতে বাধা দেননি। (বুখারী ১ম খন্ড কিতাবুল জানায়েয)। সুতরাং শুধু মুসলিম শরীফের নাম উল্লেখ করলেই হয় না- হাদীসও উল্লেখ করতে হয় অথবা অনুবাদ উল্লেখ করতে

হয়। অতএব আবদুল্লাহ ইবনে সামছের দাবী বাতিল বলে গন্য হবে। মনে হয়- সে একজন পাকা নবী বিদ্বেষী এবং তার মাথায় ছিট আছে।

(৬) কবরকেন্দ্রে মেলা বসানো প্রসঙ্গে?

আব্দুল্লাহ ইবনে সামছ নাসায়ী ও আবু দাউদ-এর উদ্বৃতি দিয়ে বলেছে- নবীজী নাকি এরশাদ করেছেন "আমার কবর কেন্দ্রে মেলা বসাবেনা"- তার এই অনুবাদ ডাহা মিথ্যা। হাদীস শরীফের এবারত হচ্ছে- لاتتخذوا قبرى عيدا

অর্থাৎঃ "আমার রওযা মোবারককে দুই ঈদের মত বানাইওনা"। এই হাদিসে ঈদ শব্দ এসেছে- মেলা নয়। মেলা হয় হিন্দুদের- যেখানে পূজা অর্চনা করা হয় ও পাঠা বলী দেওয়া হয়। আল্লামা আবদুর রউফ মানাভী (রাঃ) তার "তাইছির" গ্রন্থে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-"তোমরা আমার রওযা মোবারককে ঈদগাহের মত বিরান বানাইও না এবং বৎসরে মাত্র দুদিনের জন্য সমাগম স্থলে পরিনত করোনা- বরং সদা সর্বদা যাতায়াত করো এবং সর্বদা যিয়ারত করো"। হাদীসের অর্ন্তনিহীত ব্যাখ্যা ইহাই। সুতরাং যারা রওযা মোবারকে সমাগম ও যিয়ারতকে মেলা বলে ব্যাখ্যা করে- তারা মুসলমানই নয়। নবীজীর রওযা মোবারককে মেলা বলা কূফরী কাজ।

অন্যান্য অলীগনের মাযারে উরছ উপলক্ষে দোকান পাট বসে লোকজনদের খানাপিনা ও প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র খরিদ করার জন্য। এটাকে মেলা বলা হিন্দুদের কাজ। কোন মুসলমান এরূপ কথা বলতে পারে না। দেওবন্দী অনুসারী চরমোনাই ও মানিকগঞ্জ এবং উজানীতে বার্ষিক সভায় ভাতের দোকান বসে। কেননা, তারা কাউকে খানা পরিবেশন করে না । তাই বলে কী এটাকে মেলা বলা যাবে? ওলীদের মাযারে উরছ উপলক্ষে বাজার বসলে এটাকে মেলা বলা এবং তাদের বার্ষিক মাহফিলে দোকানপাট বসানোকে বাজার বলা মূর্খতারই পরিচায়ক। মাযার যত বেশি যিয়ারত করবে- দোয়া তত বেশি কবুল হবে। ইহাই শরিয়াতের মাছআলা।

প্রশ্ন-১০২ ঃ ইবনে সামছ মাসিক মদিনা মার্চ সংখ্যা ২০০৩-৪০পুষ্ঠার ১৫ নম্বরে লিখেছে " কোন কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করা বিদআত "।

-তার এ দাবী দলিল ভিত্তিক সঠিক কিনা?

উত্তর ঃ ইবনে সামছের দাবী সম্পূর্ন মিথ্যা। কবর যিয়ারত করা যেমন সুন্নাত- তেমনিভাবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও সুন্নাত। বিদআত বললে গুনাহ হবে। ইবনে সামছ বিদআত হওয়ার কোন দলিল পেশ করতে পারেননি। তাই তার দাবীটিই বিদআতী দাবী। এবার শুনুন- কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর করার দলীল সমূহ।

১নং দলীলঃ রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মোবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার ফযিলত মেশকাত শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَنِىْ زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ حَاجَةٌ اِلَّا زِيَارَتِىْ كَانَ حَقًّا عَلَىَّ اَنْ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ- رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ وَدَارَقُطْنِىْ -

.অর্থাৎ ঃ- যে ব্যাক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়- বরং আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সরাসরি আমার সাথে যিয়ারত করতে আসবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে যাবে (তাবরানী ও দারে কুত্নী)।

উক্ত হাদীসে পরিস্কার করে বলা হয়েছে- শুধু যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার জন্য। যদি বিদআত হতো- তাহলে কি সরাসরি সফর করতে বলতেন ? বুঝা গেল- ইবনে সামছের মাথায় কিছু গোলমাল আছে।

২নং দলীলঃ ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থের মোকদ্দমায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা শামী (রহঃ) লিখেছেন- ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সুদূর ফিলিস্তিন থেকে সফর করে বাগদাদ শরীফে আসতেন এবং ইমাম আবু হানিফার মাযার যিয়ারত করে বরকত হাসিল করতেন। এতে তাঁর মকসুদ সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যেতো। ইমাম শাফেয়ী বলেন-

اِنِّىْ لَاَتَبَرَّكُ بِاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَجِيْئُ اِلٰى قَبْرِهٖ فَاِذَا عَرَضَتْ لِىْ حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَسَاَلْتُ اللّٰهَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَتُقْضٰى سَرِيْعًا -

অর্থাৎ- আমি (ইমাম শাফেয়ী) বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাযারে আগমন করে থাকি। যখন কোন বিষয়ের সমাধান প্রয়োজন হতো- তখন দু'রাকআত নফল নামায পড়ে তাঁর মাযারে বসে আল্লাহর নিকট তা চাইতাম। সাথে সাথে আমার মকসুদ পূরন হয়ে যেতো।

৩নং দলীল ঃ আল বাছায়ের ও গাউসুল ইবাদ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে- হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা মদিনা শরীফ থেকে সফর করে মক্কা শরীফে এসে তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত করতেন। যদি কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বিদআত হতো- তাহলে হযরত আয়েশা (রাঃ) কখনও সে কাজ করতেন না।

৪নং দলীল ঃ "শিফাউস সিকাম ফি যিয়ারাতে খাইরিল আনাম" গ্রন্থে ইমাম তকিউদ্দীন সুবকী (রহঃ) হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেছাল শরীফের পর হযরত বেলাল (রাঃ) শোকে মদিনা শরীফ ছেড়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং জিহাদে শরিক হতে থাকেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে তিনি স্বপ্নে দেখেন- রাসুল করিম রাউফুর রাহীম (দঃ) এরশাদ করছেন- يَا بِلَالُ مَا هٰذَا الْجَفَاءُ ؟ -হে বেলাল, এই যুলুম কেন? (কেন তুমি মদিনায় আসোনা?)। স্বপ্ন দেখে হযরত বেলাল (রাঃ) বেচইন হয়ে পড়লেন এবং শীঘ্র মদিনা শরীফে এসে সোজা রওযা মোবারকে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং রওযা মোবারকে কপাল ঘষতে লাগলেন-

(فَجَعَلَ يَبْكِىْ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلٰى قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ)।

(আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া- ইবনে কাছির)-এতেও প্রমানিত হলো- যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা হযরত বেলালের সুন্নাত।

৫নং দলীল ঃ বায়হাকী শরীফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একখানা হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلَا فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ وَمُسْلِمٌ -

অর্থাৎ- "আমি প্রথম দিকে অহী না পাওয়া সাপেক্ষে তোমাদেরকে কবর সমূহ যিয়ারত করতে বারন করতাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা, উহা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়" (বয়েহাকী)।

-উদ্ধৃত হাদীসে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে কবর যিয়ারতের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। দূরের হোক বা কাছের হোক সকল কবরই এই হুকুমের আওতাধীন। সফর না করলে যিয়ারত কিভাবে সম্ভব হবে? সুতরাং যিয়ারতের জন্য সফর করাও উক্ত নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত। হজ্ব করতে হলে সফর করতে হয়। ব্যবসা করতে হলেও সফর করতে হয়। হজ্ব ও ব্যবসার নির্দেশ দিয়ে যদি সফর করতে নিষেধ করা হয়- তা হলে পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ) তাঁর "জাআল হক্ব" গ্রন্থে একটি নীতিমালা বর্ননা করেছেন। যথা-

(ক) কোন কাজ ফরজ হলে তার জন্য সফর করাও ফরয। যেমন- হজ্ব। (খ) কোন কাজ ওয়াজিব হলে তার জন্য সফর করাও ওয়াজিব। যেমন- মান্নতের হজ্ব। (গ) কোন কাজ সুন্নাত হলে তার জন্য সফর করাও সুন্নাত। যেমন- যিয়ারত। (ঘ) কোন কাজ মোবাহ হলে তার জন্য সফর করাও মোবাহ। যেমন- ব্যবসা। (ঙ) কোন কাজ হারাম হলে তার জন্য সফর করাও হারাম। যেমন- চুরি ও যিনা। উক্ত দলীল ও প্রমাণ সমূহের পর কেউ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে বিদআত বলে অভিহিত করলে সে-ই বড় বিদআতী বলে গন্য হবে।

(চলবে)

সুন্নীবার্তার শেষ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিলের বইগুলো সংগ্রহ করে নিজে পড়ুন এবং বন্ধু বান্ধণকে পড়ান। তাতে আপনার ও পাঠকদের আক্বিদা আরও বিশুদ্ধ এবং মযবুত হবে।

প্রাপ্তিস্থানঃ

১। ১/১২, তাজমহলরোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭।

২। উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ (প্রতি শুক্রবারে)।

"ঘরে লাগিল আগুন ঘরের চেরাগে"

(নবীজীর ইলমে গায়েব অস্বীকারকারীদের আপন ঘরে আগুন লেগেছে)

মাওলানা মনসুর আহমদ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا-

অর্থাৎঃ "হে মুসলিম সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারন কর, পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করোনা"।

এই অমীয় বানী অবশ্যই বিশ্বের সমস্ত মুমীন মুসলমানদের কর্ণগোচর হয়েছে, ওলামাদের আরো বেশী হয়েছে। তবু দেওবন্দের কতিপয় ওলামা কোরান পাকের আয়াতকে উপেক্ষা করে, নিজেদের স্বার্থ সিদ্বির উদ্দেশ্যে চরম গোঁড়ামীর বশীভূত হয়ে সরলপ্রান মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দের সৃষ্টি করেছেন। তাই নিম্নে তাদের কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ ও আক্বিদা মুসলিম উম্মার জ্ঞাতার্থে পেশ করা হলো- পরে তাদের নিজেদের বেলায় বিপরীত আক্বিদা পেশ করা হয়েছে।

দেওবন্দী ওলামাদের ভ্রান্ত আক্বিদাঃ

দেওবন্দী দলের ধর্মীয় গুরু মৌঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী লিখেন-

১) যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য এলমে গায়েব (অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান)-এর বিশ্বাস রাখে- সে "কাফের"। তার ইমামতী, তার সাথে উঠা-বসা, প্রেম প্রীতি সব হারাম। (ফতোয়ায়ে রশিদীয়া ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০)

২) নবী (দঃ) সম্পর্কে এলমে গায়েবের বিশ্বাস রাখা জঘন্যতম শির্ক (ফতোয়ায়ে রশিদীয়া ২য় খণ্ড ১৪১ পৃঃ)।

৩) নবীর (দঃ) যেহেতু গায়েবী জ্ঞান নেই, কাজেই তাঁকে "এয়া রাসূলাল্লাহ," বলে সম্বোধন করাও নাজায়েয। (ফতোয়ায়ে রশিদীয়া পৃঃ ৩)

দেওবন্দীদের ধর্মীয় ইমাম মৌঃ আশরাফ আলী থানভী লিখেন-

১) কাউকে দূর হতে এমনভাবে ডাকা যেন সে শুনতেছে" এই ধারণা নিয়ে আহ্বান করা সম্পূর্ণ কুফরী ও শিরক। (বেহেস্তী জেওর ১ম খণ্ড, পৃ ৩৭)

২) নবী করিম (দঃ) অনেক ধ্যান-ধারনা করেও বহু বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেননি। (হেফজুল ঈমান, পৃঃ ৭)

৩) যদি কেহ সাধারন লোকের ন্যায় "এয়া শেখ আব্দুল কাদের" বা "এয়া শেখ সুলাইমান" বলে সম্বোধন করে, তবে সে ইসলাম হতে বহির্ভূত বরং মুশরিক হয়ে যাবে। (থানবীকৃত ফতোয়ায়ে এমদাদিয়া ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৬)

দেওবন্দীদের প্রথম ইমাম মৌঃ ইসমাঈল দেহলভী লিখেন-

১) যদি কেহ এলমে গায়েবের দাবী করে, তাহলে পক্ষান্তরে সে খোদায়ী দাবী করে। আর যদি কেহ নবী, অলি, জ্বীন, ফেরেস্তা, ইমাম বা ইমামজাদা, পীর-মুর্শীদ, জ্যোতিষ বা গনক, ভূত বা পরী সম্পর্কে এলমে গায়েবের বিশ্বাস রাখে, প্রকৃত পক্ষে সে মুশরিক। (তাক্‌ভিয়াতুল ঈমান, পৃঃ ২১)

২) গায়েবী জ্ঞান শুন্যতায় আম্বিয়া, আউলিয়া, জ্বীন, শয়তান, ভূত এবং পরী সবাই সমান- কোন পার্থক্য নেই। (তাক্‌ভিয়াতুল ঈমান, ৮)

৩) বড় হোক ছোট হোক- কারো সম্পর্কে এই ধারনা করা যে, আল্লাহ্ তাঁকে এমন জ্ঞান দান করেছেন, যা দিয়ে সে কে কখন মরবে, কতদিন জীবিত থাকবে, কার সন্তান হবে, কার হবেনা, কোন্ ব্যবসায় লাভ হবে, কোন্ ব্যবসায় লাভ হবে না এবং কার জয় হবে- কার পরাজয়- এসব কিছু জানতে পারে। এ ধারনা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা এবং মূর্খতা। (তাক্‌ভিয়াতুল ঈমান, পৃঃ ২৫)

দেওবন্দীদের ধর্মীয় নেতা মৌং খলিল আহম্মদ আম্বেটবী লিখেন-

১) নবীর (দঃ) এলম মালাকুল মাউত ফেরেস্তা-এর চেয়ে অধিক হওয়া তো দুরের কথা- বরং তাঁর সমানও ছিল না। (বারাহীনে কাতিয়া পৃঃ ৫২)

২) শেখ আবদুল হক (রহঃ) নাকি বর্ণনা করেছেন- রাসূলের (দঃ) নিকট প্রাচীরের পিছনের এল্‌মও ছিল না। (বারাহীনে কাতিয়া পৃঃ ৫১)

দেওবন্দী মৌঃ আবদুশ শুকুর কাকুরভী লিখেন-

১) হানাফী মযহাবের সমর্থিত কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি

কাফের- যে রাসূল (দঃ) সম্পর্কে গায়েবী জ্ঞানের ধারণা রাখে। (তোহ্ফায়ে লা'ছানী পৃঃ ৩৭)

দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসার মোহতামীম ক্বারী তৈয়ব লিখেন-

১) রাসূল (দঃ) ও তাঁর উম্মত গায়েবী জ্ঞানহীনতায় সমমান সম্পণ। (ফারান কা তৌহিদ পৃঃ ১১৪)

২) কোরানের ঘোষনামতে নবী (দঃ)-এর কোন এল্‌মে গায়েব ছিল না এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেওনা (তৌহিদ নং ১২৬)।

পর্যালোচনা ও জবাব
(আয়নার এপিঠ ওপিঠ)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ!

দেওবন্দী ওলামাদের উপরিউক্ত মতবাদ ও আকিদা দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, নবী (দঃ) সম্পর্কে এল্‌মে গায়েবের আকিদা রাখা, আম্বিয়া, আউলিয়াগনকে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা সম্পূর্ণ তৌহিদ বিরোধী এবং খোলাখুলি কুফরী ও শির্ক। কিন্তু বন্ধু মহলের প্রতি জিজ্ঞাসা- দেওবন্দী গুরুরা যে সমস্ত ধ্যান ধারণাকে আম্বিয়া-আউলিয়াদের শানে কুফরী এবং শিরক বলেছেন, তারাই আবার এগুলোর দাবী করেছেন, এখন তাদের ফতোয়া কোথায় যাবে? তাদের মতে নবীগণতো এলমে গায়েব মোটেই জানেন না, বরং এ ধারণা কুফরী ও শির্ক, অথচ দেওবন্দী বুযর্গরা অগণিত গায়েবী জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত এবং অপরিসীম খোদা প্রদত্ত শক্তি দিয়ে মৃত্যুর পরও ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন স্থানে গমনা-গমন করতে সক্ষম (?) তার প্রমাণ স্বরূপ তাদেরই কিতাব হতে কয়েকটি ঘটনা বিবেচনার্থে নিম্নে প্রদান করা হলো-

দেওবন্দীদের ইমাম মৌঃ রশিদ আহম্মদ গাঙ্গুহী এলমে গায়েব ও অন্তর্নিহীত খবরের মালিক-

১) দেওবন্দীদের অন্যতম আলেম আশেক এলাহী মিরটী "তাজকেরাতুর রশিদ" নামক কিতাবে লিখেন-

আলী মুহাম্মদ নামীয় মৌঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর জনৈক ছাত্র একবার অর্থাভাবে দুইদিন উপবাস থাকে এবং ক্ষুধার্থ অবস্থায় গাঙ্গুহীর দরবারে গমন পথে দোকানে মিষ্টি দেখে খাওয়ার ইচ্ছা করে ব্যর্থ হয়। অতঃপর গাঙ্গুহীর দরবারে চলে আসল। গাঙ্গুহী তাকে দেখে বললেন, আলী! আজকে আমার মিষ্টি খাওয়ার বড় সাধ হয়েছে। তুমি এই "চার আনা" পয়সা নিয়ে আমার জন্য কিছু মিষ্টি নিয়ে আস। হুযুরের কথামতে ছাত্র যখন মিষ্টি আনে, তখন হুযুর স্বানন্দে মিষ্টি গুলো ছাত্রকেই দিয়ে দিলেন। এই ঘটনার পর ছাত্র মৌঃ আলী মুহাম্মদ বললো- হুযুরের সমীপে যেতে আমার ভীষণ ভয় লাগে, কারন- অন্তর্নিহিত ধ্যান-ধারনা পর্যন্ত হুযুর জ্ঞাত আছেন। (তাজকেরাতুর রশিদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৭)

২) মৌঃ নজর মুহাম্মদ খান ছাহেব বলেন-

আমার স্ত্রী যখন হুযুর গাঙ্গুহীর কাছে বায়াতের ইচ্ছা করছিল, তখন আমি মনে মনে চিন্তা করছি, "আমার স্ত্রী কি করে একজন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে যাবে?" আমার অন্তর্নিহীত এ ধারণা এখনও প্রকাশ পায়নি, অথচ হুযুর গাঙ্গুহী আমাকে বললেন- "ঠিক আছে দরওয়াজা বন্ধ করে ঘরের ভিতরেই বসাইয়ে দাও।" (তাজকেরাতুর রশিদ ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৯)

৩) মৌঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী অপরের মৃত্যুর খবর জানেন-

মৌঃ আশেক এলাহী মিরটী "তাজকেরাতুর রশিদ-এ লিখেনঃ- একদা নওয়াব চাত্তারীর মুমূর্ষ অবস্থায় সবাই তার জীবনের আশা ছেড়ে দেয়। মৌঃ গাঙ্গুহীর নিকট দোয়ার জন্য একজন লোক পাঠানো হলো। ঐ লোক গিয়ে হুযুরের নিকট দোয়া চাইল। কিন্তু হুযুর নিজে দোয়া করেননি- বরং অন্যদেরকে দোয়া করতে বললেন। পুনঃ তার দোয়া চাওয়া হলো। তখন হুযুর গাঙ্গুহী বলেন- মৃত্যু অনিবার্য্য, তার জীবনের মাত্র আর কয়েকদিন বাকী আছে। অবশেষে সাময়িক জ্ঞান ফিরে আসার জন্য দোয়া চাওয়া হলো। তিনি দোয়া করলেন। নওয়াব চাত্তারী কিছুক্ষণ জ্ঞান লাভ করে অল্প বিস্তর অছিয়ত নছিহত করে মৃত্যুবরণ করেন। (তাজকেরাতুর রশিদ পৃঃ ২০৯)

৪) মৌঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ছয়দিন আগে থেকেই নিজের মৃত্যুর খবর জান্‌তেন-

মৌঃ গাঙ্গুহীর জীবনীতে লিখা- উনি ১৯০৫ ইং সালে জুমার দিন মৃত্যু বরণ করেন। জুমার ছয়দিন আগে অর্থাৎ শনিবার তিনি খাদেমকে জিজ্ঞাস করেন "আজকে জুমার দিন"

নাকি? খাদেম উত্তর দিল- "না"। এমনিভাবে ২/৩ দিন জিজ্ঞাস করলেন, খাদেম বারবারই উত্তর দিত- "না।" "অবশেষে "জুমার দিন" সকালে যখন জিজ্ঞাসা করেন, তখন খাদেম উত্তর দেয়- "হ্যাঁ"। উত্তর শুনে তিনি "ইন্নালিল্লাহ" পড়েন এবং ১২-৩০মিঃ-এ ইহধাম ত্যাগ করেন। (তাজকেরাতুর রশিদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩১

৫) মৌ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর ভবিষ্যত জ্ঞান-

মৌঃ গাঙ্গুহীর জনৈক বন্ধু মৌঃ ছাদেকুল একীনের পিতা ছিলেন সুন্নী মুসলমান। ছেলে মৌঃ গাঙ্গুহীর সাহচর্যে থেকে ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী হওয়াতে তিনি ছেলের উপর খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। কাজেই ছেলে পিত্রালয় ছেড়ে গাঙ্গুহে অবস্থান করতো এবং মাঝে মধ্যে স্বভাবতঃই পিতার স্বরণাপন্ন হতো। একদিন হঠাৎ মৌঃ গাঙ্গুহী বলেন- ছাদেক, কাল-পরশু তোমার পিতার চিঠি আসবে। অতঃপর দ্বিতীয় দিনই সে তার পিতার চিঠি পেলো। (তাজকেরাতুর রশিদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২০)

<u>দেওবন্দীদের মান্যবর ইমাম মৌঃ আশরাফ আলী থানভী এলমে গায়েবের মাধ্যমে মূমূর্ষ মুরীদের ঘরে উপস্থিত-হন</u>

১) মৌঃ থানভীর জীবনী লিখক মৌঃ আজিজুল হাছান ছাহেব, "আশরাফুচ্ছাওয়ানেহ" কিতাবে লিখেন-

হুযুর থানভী তার এক মহিলা মুরীদ-এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ আমার এক মহিলা মুরীদ মূমূর্ষ অবস্থায় আমার নাম ধরে বলে- "আমাকে নেওয়ার জন্য হুযুর উট্ নিয়ে আসতেছেন।" অতঃপর কিছুক্ষনের মধ্যেই সে মৃত্যুবরণ করলো। (আশরাফুছ ছাওয়ানেহ্ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬)

২) ছৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের শয়নকক্ষে হুযুর করিম (দঃ) ও ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর শুভাগমন-

তাবলীগ জামাতের বিশেষ নেতা মৌলানা আবুল হাছান আলী নদভী ছাহেব "সৈয়দ আহমদ শহীদ"- গ্রন্থে লিখেন, একদা রমযান মাসের ২৭ তারিখ রাত্রিতে হুযুর বেরলভী ছাহেব নিশি জাগরনের ইচ্ছা করেন। কিন্তু শরীর অত্যন্ত কাতর হওয়াতে এশার নামাযের পর পরই শুয়ে পড়েন। রাত্রি তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর দুই ব্যক্তি এসে তাকে ঘুম হতে জাগ্রত করেন। তিনি জাগ্রত হয়ে দেখেন, ডান পার্শ্বে রসুল করিম (দঃ) এবং বাম পার্শ্বে ছিদ্দিক আকবর (রাঃ)। তাঁরা দু'জনই তাকে বললেন, তাড়াতাড়ি উঠে গোসল করে আসো। তিনি উঠে গোসল করে আসেন। অতঃপর নবী করিম (দঃ) তাকে বললেন- "অদ্য শবে কদর- কাজেই ঘুমাইওনা, বরং আল্লাহর ইবাদতে মন-সংযোগ কর। তারপর উভয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (ছিরতে ছৈয়দ আহমদ শহীদ, পৃঃ ৮৪)

৩) একই সময়ে মৌঃ আশরাফ আলী থানভীর বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতি-

মৌঃ আযিযুল হাছান লিখেনঃ জনৈক শিষ্য হুযুর থানভীর "খান্কায়" বসে বলেন-যদিও আমরা হুযুরকে (থানভীকে) এখানে দেখতেছি, কিন্তু জানিনা এখন হুযুর কোথায় আছেন? কেননা, আমি একবার তাঁকে থানাভবনে থাকা সত্ত্বেও একই সময়ে আলীগড়ে দেখেছি। ওখানে আমার দোকান ছিল। হঠাৎ একদিন বাজারের অগ্নিকাণ্ডে হুযুর আত্ম প্রকাশ করে স্বশরীরে আমার দোকানের মালামাল স্থানান্তরে আমাকে সাহায্যে করেছিলেন। (আশরাফুছ-ছাওয়ানেহ্ "৩য় খণ্ড পৃঃ ৭১)

৪) গায়েবী এলম দ্বারা মৌঃ আশরাফ আলী থানভীর নাম রাখা হয়েছে-

মৌঃ আযিযুল হাছান ছাহেব বলেনঃ হুযুর থানভী যখন মায়ের গর্ভে ছিলেন- তখনই তৎকালীন বিখ্যাত মজযুব পীর হাফেজ গোলাম মুরতাযা হুযুরের জন্য 'আশরাফ' নাম নির্বাচন করেন। হুযুরের জন্মের পর এই নামই রাখা হয়। (আশরাফুছ ছাওয়ানেহ্ পৃঃ ৭)

৫) দেওবন্দী বুযর্গের বেলায় মৌঃ আশরাফ আলী থানভীর এল্‌মে গায়েবের স্বীকারোক্তি-

থানভী ছাহেব বলেন- শেখ মৌঃ আবদুর রহিম শাহ্ ছাহেবের অন্তর বড়ই নূরানী ছিল। তিনি গায়েব দ্বারা আমার অন্তর্নিহিত খবর পর্যন্ত জ্ঞাত হতে পারতেন। ভয়ে তাঁর সামনে বস্‌তে আমার সংকোচ লাগতো। (আরওয়াহে ছালাছা পৃঃ ৪০১)

<u>দেওবন্দীদের প্রথম ইমাম ইসমাঈল দেহলভী এলমে গায়েব দ্বারা জনৈক শিষ্যকে রোগমুক্ত করেন-</u>

দেওবন্দী মৌঃ আমীর শাহ খান লিখেন-

আমার ওস্তাদ মিয়াঁজী মুহাম্মদী ছাহেবের ছেলে হাফেজ আব্দুল আযিয শৈশবে ভীষণ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ডাক্তারী চিকিৎসায় ফলোদয় না হওয়ায় সকলেই তার জীবনের আশা ত্যাগ করে। হঠাৎ এক রাত্রে মিয়াঁজী মুহাম্মদী ছাহেব স্বপ্নে দেখলেন, মৌঃ ইসমাঈল দেহলভী ছাহেব এক মসজিদে ওয়াজ করছেন এবং মিয়াঁজীর ছেলে হাফেজ আবদুল আযিযকে "এয়া শাফি" "এয়া শাফি" বলে ফুঁ দিচ্ছেন। স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। মিয়াঁজী ভোরবেলা উঠে দেখেন, তার ছেলে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। (আরওয়াহে ছালাহ পৃঃ ৮৮)

১) মৃত্যুর পর দেওবন্দী নেতা মৌঃ কাছেম নানুতভীর স্বশরীরে দেওবন্দ মাদ্রাসায় উপস্থিতি-

দেওবন্দ মাদ্রাসার মোহতামীম ক্বারী তৈয়ব ছাহেব বর্ণনা করেন- মৌঃ রফিউদ্দিন ছাহেব যখন দেওবন্দ মাদ্রাসায় মোহতামীম ছিলেন, তখন মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে মোহতামীম বিরোধী এক বিরাট মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এতে প্রধান শিক্ষক মৌঃ মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী ছাহেবও অংশ গ্রহণ করেন। একদা সকালে ফজর নামাযের পর মৌঃ রফিউদ্দিন ছাহেব মৌঃ মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী ছাহেবকে তার কামরায় নিয়ে বলেন- "দেখুন- আমার গায়ের লেপ্ সম্পূর্ণ ভিজে গেছে"। কেননা মৌঃ কাছেম নানুতভী ছাহেব (কবর হতে) স্বশরীরে আমার কাছে এসেছেন। তার ফয়েযে আমার শরীর ঘর্মাক্ত হয়েছে। এমনকি- লেপও ভিজে গেছে এবং তিনি আমাকে বলেছেন- "যেন আপনাকে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করি।" অতঃপর মৌঃ মাহ্মুদুল হাছান দেওবন্দী ছাহেব বলেন- "আমি তাওবা করিতেছি- আর কোন সময় আপনার বিরোধীতায় অংশ গ্রহণ করিব না"। (আরওয়াহে ছালাছা পৃঃ ২৪২)

২) মৃত্যুর পর মৌঃ কাছেম নানুতভী জনৈক শিষ্যকে স্বশরীরে সাহায্য করেন-

দেওবন্দী মৌঃ মানাযের আহছান গিলানী "ছাওয়ানেহে কাছেমীতে" লিখেন- একদা দেওবন্দ মাদ্রাসার জনৈক ছাত্রের সাথে (পাঞ্জাবে) এক সুন্নী মৌলানার বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেওবন্দী ছাত্রের এলেম কালাম কম ছিল বলে প্রকম্পিত দেহে সভায় উপস্থিত হয়। সভা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই হঠাৎ এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে তাকে (ছাত্রকে) সাহায্য করেন। ঘটনা শুনে মৌঃ মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী ছাহেব ঐ ছাত্রকে আগন্তুক ব্যক্তির আকার আকৃতির কথা জিজ্ঞাস করে বলেন- "তিনি ছিলেন মাহামান্য গুরু মৌঃ কাছেম নানুতভী"। তোমার সাহায্যার্থে কবর হতে উঠে এসেছেন। (ছাওয়ানেহে কাছেমী ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩০, ৩৩১)

৩) দেওবন্দী ওলামারা মায়ের গর্ভস্থ সন্তানের খবরও জানেন-

দেওবন্দীদের মান্যবর মৌঃ মুফতী আতিকুর রহমান তাদেরই অন্য আর এক আলেম মৌঃ আহমদ সাঈদ আকবর আবাদীর বর্ননা অনুযায়ী তার জীবন বৃত্তান্তে লিখেন- মৌঃ আহমদ সাঈদ বলেন- "আমার জন্মের পূর্বে আমার পিতার এক ছেলে এক মেয়ে মারা যায়। দীর্ঘ ১৭ বৎসর অতিক্রান্ত হয়, কিন্তু কোন সন্তান সন্ততি জন্ম লাভ করেনি। তখন আব্বা কাজকর্ম ছেড়ে সংসার ত্যাগী হওয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্ত আব্বার পীর মৌঃ আব্দুল গনি ছাহেব যখন জানতে পারলেন, তখন আব্বাকে নিষেধ করলেন যেন কোন প্রকার কুধারনা না করেন এবং অগ্রিম শুভ সংবাদ দিলেন যে, তার পুত্র সন্তান হবে"। কয়েক বৎসর পর আমার (সাঈদ) জন্ম হয়। জন্মের দুই ঘন্টা পূর্বে পিতা তার কর্মস্থল লোহামনদার হাসপাতালে স্বপ্নযোগে দেখেন, হযরত মৌঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও মৌঃ আশরাফ আলী থানভী হাসপাতালে এসে আব্বাকে বলেন, "ডাঃ ছাহেব ধন্যবাদ। ছেলে হয়েছে, তার নাম যেন "সাইদ" রাখা হয়"। অতএব পিতা আমার নাম রাখেন "সাঈদ" এবং ঐ সময় থেকে নিয়ত করেন- আমাকে দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়াবেন। (মাহ্নামা বোরহান, দীল্লী, আগষ্ট ৫২ই, পৃঃ ৬৮)

ঘরে লাগিল আগুন ঘরের চেরাগে ঃ

সম্মানিত সুধী মণ্ডলী! দেওবন্দী ওলামাদের ফতোয়া প্রথমে দেখলেন। তারপরে দেখলেন স্ববিরোধী ঘটনা। দেওবন্দী ওলামাদের সাথে ওলামায়ে আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের কারো কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। তারা যেহেতু আল্লাহ্ ও রাসূলের (দঃ) শানে বিভিন্ন প্রকার আপত্তিকর কথাবার্তা বলেছেন, তাই তাদের সাথে মতানৈক্য। কেননা, হুযুর পুরনূর (দঃ) এরশাদ করেছেন, "ঐ ব্যক্তিই উত্তম ঈমানদার- যে আল্লাহর জন্য ভালবাসে এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করে"। অর্থাৎ- নিঃস্বার্থ ভাবে আল্লাহ ও রাসূলের

বন্ধুকে বন্ধু বলে এবং তাঁদের শত্রুকে শত্রু মনে করে। রাসুলে পাকের (দঃ) এই হাদীসকে সামনে রেখে বিবেক সম্পন্ন মুসলিম ভ্রাতৃবর্গের সামনে দেওবন্দী ওলামাদের কতিপয় ভ্রান্ত আক্বিদা পেশ করা হলো। আপনারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে দেখুন, উক্ত ওলামারা যে সমস্ত আক্বিদা বা বিশ্বাসকে নবী, অলিদের শানে কুফরী এবং শিরক বলে ফতোয়া দিয়েছেন, ঐ সমুদয় আক্বিদাকে নিজেদের পীর, বুযর্গদের বেলায় কাশ্‌ফ ও কেরামত রূপে আখ্যয়িত করেছেন। এখন তাদের ফতোয়া কোথায় গেল? তাদের কুফরী, শির্‌ক কি "গুড্‌বাই" বলে বিদায় নিল? বস্তুত তারাই তাদের মতবাদকে স্বহস্তে হত্যা করলো, কেননা তাদেরই কথা দ্বারা এখন আমরা বুঝতে পারি যে, নবী করিম (দঃ) এলমে গায়েব জানতেন। নতুবা দেওবন্দী ওলামারা কিভাবে গায়েব জানলেন? তারা কি নবীর (দঃ) চেয়েও উত্তম? তাদেরই ঘটনাবলী থেকে প্রতিয়মান হয়- নবী, অলিগণ খোদা প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে বলিয়ান। তাদের রূহ সমূহ বিভিন্ন স্থানে গমণাগমন করার ক্ষমতা রাখে এবং আপন প্রিয়জনকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে থাকেন।

আমরা আশা করবো- বিবেকবান পাঠক মন্ডলী বরাত দেওয়া কিতাবাদি পড়ার চেষ্টা করবেন এবং ঈমানের রক্ষক নামের'ভক্ষক দেওবন্দী উলামাদের মনগড়া মতাদর্শ হতে অমূল্য সম্পদ "ঈমান" কে হেফাজত করতে স্বচেষ্ট হবেন।

আল্লাহ্ পাক সকল মুসলিম ভাইকে সঠিক পথের পথিক এবং বিশুদ্ধ আক্বিদায় বিশ্বাসী হওয়ার শক্তি প্রদান করুন! আমিন!!

সঙ্কলিত ও অনুদিত
মূল ঃ "জলজলা"
আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
(রাহমাতুল্লিল আলামীন ৮৩ হতে)।

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

HOUSE OF QUALITY
16, (110/4) ATISH DIPANKAR ROAD, BASHABOO, DHAKA
PHONE : 7215367

TAILORING
284/285 MALIBAGH SUPER MARKET
1ST FLOOR, DHAKA-1217, PHONE : 8316317
HOUSE # 36, ROAD # 5, BLACK # C BANASREE
RAMPURA, DHAKA, PHONE : 7286767

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল সাহেবের নিম্নলিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন বইগুলো পড়ুন এবং ঈমান মজবুত করুন

	হাদিয়া
নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুজুরের ব্যাখ্যা মূলক জীবনী	১০০.০০
কারামাতে গাউসুল আজম [হযরত বড় পীর (রাঃ)-এর জীবনী]	৩০.০০
প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	৮০.০০
ইসলাহে বেহেস্তী জেওর (থানবী বেহেস্তী জেওরের খণ্ডন)	৫০.০০
বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত (সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জীবনী)	৫০.০০
আহকামুল মাযার (মাযার সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা)	৪০.০০
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান (দলীল)	৩০.০০
ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লহরী	২০.০০
ফতোয়াউল হারামাঈন (মিলাদ কিয়ামের ফতোয়া মক্কাও মদীনা)	১৫.০০
আ'লা হযরত স্মরণিকা ১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯ ইং	
সুন্নীবার্তা (মিলাদুন্নবী ও আ'লা হযরত বিশেষ সংখ্যা-২০০০ ও ২০০১)	
সুন্নীবার্তা (নিয়মিত বুলেটিন)	

বিঃ দ্রঃ পাইকারগণের জন্য বিশেষ কমিশন।

প্রাপ্তিস্থান ও এজেন্সী

- সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ১/১২ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
  ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, মোবাইল ঃ ০১৭১-৪৬৯২০৩
- উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা ১২১৭।
- খানকায়ে গাউছিয়া, ৩/২২ পুরাতন কলোনী, ইউ.এম.সি, নরসিংদী।
- বাহার সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র, রামপুরা বাজার, ঢাকা।
- ওয়াহেদ আলীর পান দোকান, সদর কোট কাচারী, ঢাকা।
- হাসান মোল্লা, ইসলামী দি অন্বেষা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, কাশিপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
- কুতুবিয়া দরবার শরীফ (চৌধুরী বাড়ী), বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
- মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- রেজভী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, জামেয়া আহ্মদিয়া সুন্নীয়া মাদ্রাসা রোড, চট্টগ্রাম।
- শামীম ইলেকট্রনিক্স, হোমনা বাজার, কুমিল্লা।
- কাজী অফিস, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
- গাউছিয়া জামে মসজিদ, (নদীরপাড়), ভৈরব বাজার।
- আমিয়াপুর মহিলা মাদ্রাসা, পাঠানবাজার, মতলব, চাঁদপুর।
- হেলাল মাইক সার্ভিস, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
- হাফেজ গোলাম কিবরিয়া, গোলাহাট রেলওয়ে কলোনী, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
- নওদাপাড়া বাজার, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
- মাওলানা হারিছ মিয়া, বড় কাপন জামে মসজিদ, সিলেট রোড, মৌলভী বাজার।
- মোহাম্মদ জামাল হোসাইন, হোসেনপুর গাওছিয়া হাফেজিয়া সে.ছু.সি. মাদ্রাসা,
  পোঃ আশ্রাফপুর, থানাঃ শাহরাস্তি, জেলাঃ চাঁদপুর।
- আশা লাইব্রেরী, মাদ্রাসা রোড আড়াইসিধা, পোঃ আড়াইসিধা, আশুগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া।
- মোহাম্মদ ফখর উদ্দিন, আকানিয়া হাজী বাড়ী, পোঃ শাহিদাপুর, কচুয়া, চাঁদপুর।
- আলহাজ্ব ডাঃ আনওয়ার হোসেন, গ্রাম+পোঃ হাসিমপুর, রায়পুর, নরসিংদী।
- মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, খরখরিয়া, কুস্‌সার পাড় জামে মসজিদ,চিলমারি, কুড়িগ্রাম।
- মাওলানা আঃ আজিজ, গ্রামঃ রতনপুর, পোঃ চাতল পাড়, জেলাঃ বি-বাড়ীয়া।
- নৈকটি সিরাতুন্নবী দাখিল মাদ্রাসা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
- মাওলানা জয়নুল ওয়ারা, জিকুল বাড়ী দরগাহ শরীফ, সাতক্ষীরা।
- আবুল কাসেম নুরী, কাসেমিয়া দরবার শরীফ, আখাউড়া, বি-বাড়িয়া।

☆ MR. MAKADDUS MIAH, ALL SEASONS DRY CLEANING & LAUNDRY 142/A CALDMORE ROAD WALSALL WSI 3RF UK, PH. 01922-622093

☆ SYED MOSTAQUE MIAH, 41, NAPIER STREET WEST OLDHAM LANCASHIRE OL8 4AE UK, PH. 0161-6270119

☆ BATEN MIAJI, KAMNARS V5D: 212 22646 LUND SWEDEN, PH.004646151727

☆ MOHAMMED ATAUR RAHMAN, 3136 PERRY AVE APRT # 2D BRONX. N.Y-10467 U.S.A, PH. 001-718-882-7882

☆ MR KHAIRUL BASHAR (SHAJ), 19 PAULINE HOUSE OLD MONTAGUE STREET LONDON E-1, 5.N.U U.K, PH. 02073772723

☆ MD. AHAD MIAH, 124 SAND WELL STREET CALDMORE WALSALL WS 13EG WEST MIDLANDS U.K, PH. 01922633018

☆ ALHAJ ANFORUL ISLAM, 56.A, GLEN BURN ROAD KINGS WOOD BRISTOL BS151DP- U.K, PH. 01179610560

☆ MD. AHMED CHODUDHURY, 14. BREAD FIELD COURT HAWLEY ROAD CAMDENTOWN LONDON. NW18RN U.K, PH.02072843136

☆ MD. MUZIBUR RAHMAN, 30 ALFRED ST, SWINDON, WILTSHIRE, SN12BT, U.K, PH.10793337807

☆ SYED WAISUR REZA, 62, KINGEDWARD ROAD LOUGH BOROUGH LE11-1RG U.K, PH.01509264582

☆ MR. SALIK MIAH, 27 NELSON ROAD ASTON BIRMINGHAM- B66HQ U.K PH. 02920492306